ভগবৎ-তত্ত্ব

ও

আত্ম-তত্ত্ব।

শ্রীগোবিন্দকেলী শর্ম্মা মুন্সী প্রণীত।

নলডাঙ্গা, রংপুর।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

৬০নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট,

বণিক যন্ত্রে

শ্রীসত্যচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৯

গুরু বন্দনা।

—:•:—

দেবর্ষি শ্রীনারদ বৈষ্ণব-চূড়ামনি।
তার শিষ্য হই আমি এই মাত্র জানি॥
ঐ গুরুর পদাম্বুজে প্রণমি বার বার।
ভগবৎ তত্ত্ব মুই করিনু প্রচার॥
গুরুভক্তগণ গ্রন্থ শুন মন দিয়া।
আপ্ত তত্ত্ব আছে গ্রন্থে দেখহে চিন্তিয়া॥
তৎকারণ দুই নাম গ্রন্থের থুইনু।
পুনর্ব্বার গুরু পদে প্রণাম করিনু॥
শ্রীগুরুর পাদ পদ্মে মত্ত রহে যার।
এ সংসারে অভাব নাহিক কিছু তার॥
অন্তকালে গুরু পদ হৃদয়ে চিন্তিয়া।
পরম ধামে যায় জীব সংসার এড়িয়া॥
হেন গুরু পদদ্বয় সবে কর সার।
গুরু পরব্রহ্ম বিনা গতি নাহি আর॥
এমন গুরুর পদে ভক্তি যার ভাই।
তার পাপ পুণ্য সব হয়ে যায় ছাই॥

নির্ম্মল হয় সেই পরম ধামে যায়।
কত লোক দেখি বলে হায় হায় হায়॥
মুই মন্দ ভাগ্য জন্য গুরু না সেবিনু।
সে কারণে ভবার্ণবে ডুবিয়া রহিনু॥
যদি করিতাম ব্রহ্ম গুরু পদ সার।
তবে কি এরূপ গতি হইত আমার॥
মায়া-পাশে বদ্ধ হই কুটুম্ব পুশিয়া।
ইহার কারণ ধন দেখহ ভাবিয়া॥
ধন মদে মত্ত হই বাড়ে অহঙ্কার।
অহঙ্কার হইতে হয় পাপের সঞ্চার॥
পাপ হইতে হয় যে নরক সঞ্চয়।
নরকে পড়িয়া করি হায় হায় হায়॥
পুণ্য করি জীব যায় নন্দন কানন।
অপ্সরা লইয়া করে তথায় ক্রীড়ন॥
কল্প বৃক্ষে ফল দেয় তথা ভোগে সুখ।
পুণ্য ক্ষয় হইলে শুখায় চাঁদ মুখ॥
পারিজাত মালা ম্লান হয় দিন দিন।
দুঃখ ভুগিবার মাত্র এই দেখি চিন॥
তৎপরে জীব মাতৃ গর্ভেতে উদয়।
মাতৃ গর্ভে থাকি বলে হায় হায় হায়॥
এইরূপে জীব করে সদা যাতায়াত।
কভু স্বর্গে কভু হয় নরকে নিপাত॥
পাপ লৌহ বেড়ি পুণ্য স্বর্ণ বেড়ি হয়।
এই বেড়ি দিয়া জীব হাতী বান্ধা যায়॥

এ বন্ধন ধারনের এই সুউপায়।
শক্ত করি ধর শ্রীগুরুর দুই পায়॥
কাঁদিয়া বলহ গুরু করহে উদ্ধার।
তব কৃপা বিনে গতি নাহিক আমার॥
পরম ধামে স্থান মোরে দেও প্রভু তুমি।
মায়াময় ভবে আর থাকিব না আমি॥
এই বলি ভক্তি কর গুরুদেব পায়।
তবে না বলিবে কভু হায় হায় হায়॥
গুরুদেব দয়া যদি করেন আমায়।
পরম ধামে যাওয়া তবে কষ্ট সাধ্য নয়॥
গুরু ব্রহ্ম গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর।
গুরু বিনে এ সংসারে গতি নাহি আর॥
ভক্তি করি গুরুদেবে যে জন ধ্যেয়ায়।
নিশ্চয় সেই ভক্ত পরম ধামে যায়॥
নরক ভুগিতে যদি জীব ইচ্ছা হয়।
সংসারে থাকিয়া বল হায় হায় হায়॥
মন-গুরু হন যে বৈষ্ণব শিরোমণি।
তেজময় ঐ গুরু যেমন দিনমণি॥
সর্পের প্রণয় যেমন মণির সাথে।
সেইরূপ গুরু পদ ধরি আমি মাথে॥
গুরুর মহিমা এ অধম কিবা জানে।
নিরাকার স্বাকার গুরু সকলেই মানে॥
কল্পতরু হন গুরু যেবা যাহা চায়।
গুরুর হইলে কৃপা নিশ্চয় তা পায়॥

কর্ম্মকারের ভস্ত্রা যেমন ছাড়ে শ্বাস।
গুরু ভক্তি হীন ব্যক্তি সেরূপ নির্ষ্যাস॥
গুরু ভক্তিবান ব্যক্তি পর্ব্বতের চূড়া।
বালক যুবক কিম্বা হয় না কেন বুড়া॥
গোবিন্দকেসী যদি গুরু কৃপা পায়।
তবে কি বলিবে কভু হায় হায় হায়॥

শ্রীশ্রী৺হরি।

ভগবৎ-তত্ত্ব

ও

আপ্ত-তত্ত্ব।

১। মহর্ষি যাজ্ঞ্যবল্ক্য সংহিতা হইতে উদ্ধৃত যথা—

"সমস্ত ভূতগণের হৃদয় মধ্যে অবস্থিত যোগিগণের ধ্যায় নিরঞ্জন জগজ্জ্যোতি জগন্নাথ বাসুদেব নারায়ণ হৃষিকেশ আনন্দ স্বরূপ মোক্ষ প্রদ নিত্য পরমাত্মা পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া বলিতেছি।"—

২। যাহা হইতে ভূত সকল ও অখিল বিশ্ব জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, যাহা দ্বারা এই চরাচর জীবাদি সকলেই জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছে, যাহা যাহা জন্মিয়াছে সেই সকল যাহাতে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে হইবে, সকলেই এইরূপ কহিয়া থাকেন। ইহাতে মতদ্বৈধ নাই।

৩। যাহা কর্ত্তৃক চরাচর প্রপঞ্চ পরিপূর্ণ রহিয়াছে, যিনি অদ্বিতীয়, যাহা দ্বারা এই অখিল বিশ্ব প্রকাশমান হইতেছে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সেই শ্রুতি শাস্ত্রের প্রথমাভিধেয় বাসুদেবকে দর্শন করিয়াই নিরন্ত জীবন অতিবাহিত করিবেন। যিনি একমাত্র অব্যক্ত, যিনি অচিন্তনীয়, যাঁহার উপমার স্থল আর নাই, যিনি সংসার ও জন্মাদির কারণ, যিনি অপ্রমেয়, সেই শ্রুতি শাস্ত্রের প্রথমোক্ত পুরুষ বাসুদেবকে অবলোকন করিয়া বেদ বিদ ব্রাহ্মণগণ জীবন যাপন করিয়া থাকেন।

৪। হৃদয় মধ্যে আকাশস্থানে সত্যস্বরূপ, সদানন্দময়, সূক্ষ্ম, দীপ্তিময়, ব্রহ্ম, দীপ্তি পাইতেছেন, সমস্ত শ্রুতি এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। যিনি অনু হইতেও অনুত্তম এবং মহৎ হইতেও মহোত্তম সেই আত্মা দেহাভ্যন্তরে গুহায় নিভৃত স্থানে নিহিত আছেন ; সেই মুক্তস্বরূপ ব্রহ্মকে বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা অবলোকন করিয়া বিগত শোক হও (অর্থাৎ মুক্তিলাভ কর)।

৫। জ্ঞান লাভের দুইটী পথ উক্ত হইয়াছে। একটীর নাম প্রবর্ত্তক, অন্যের নাম নিবর্ত্তক। কামনাদি সঙ্কল্প বর্জ্জিত হইয়া বিধি পূর্ব্বক কর্ম্ম করাই জীবগণের কর্ত্তব্য। আপন আত্মাকে পরমাত্মাতে সমর্পণ করিয়া রাখিবে ; যে পর্য্যন্ত পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার না হয় সেই পর্য্যন্ত ঐরূপ কর্ম্ম করিবে, সাক্ষাৎ হইলে আর কিছুরই আবশ্যক নাই।

৬। ঐ জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগই তাহাই যোগ, যোগাঙ্গ, ধারণা, ধ্যান ইত্যাদি অষ্টাঙ্গ যোগ।

৭। কোন প্রাণীকে কায়মনোবাক্যে কোন প্রকার ক্লেশ না দেওয়ার নাম অহিংসা।

৮। যাহা প্রাণীগণের হিতকর সেই বাক্যই সত্য কেবল যথার্থ ভাসন মাত্রকে সত্য বলে না।

৯। পর দ্রব্যের প্রতি যে নিস্পৃহা তাহারই নাম আস্তেও।

১০। সকল অবস্থাতে মৈথুন বর্জ্জনের নাম ব্রহ্মচর্য্য।—আজীবন ব্রহ্মচারী ও যাঁহারা অরণ্যাচারী তাহাদের জন্য এই কথা।

১১। কায়মনবাক্যের দ্বারা সমস্ত প্রাণীর প্রতি যে দয়া তাহার নামই দয়া।

১২। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির নামকে আর্য্যোব কহে।

১৩। প্রাণীগণের ন্যায় অন্যায় দর্শনে যে সমভাব তাহাকেই ক্ষমা কহে।

১৪। নানা প্রকার দুঃখ উপস্থিত হইলেও যে লোকের চিত্তের স্থিরতা থাকে তাহাকেই ধৃতি কহে।

১৫। জিতাহার—মুণিগণ আট গ্রাস, অরন্যোবাসী ষোল গ্রাস, গৃহস্থ বত্রিশ গ্রাস, ব্রহ্মচারীর সেচ্ছাচার গ্রাস খাওয়ার নিয়ম ইহাকে জিতাচার কহে।

১৬। মহর্ষি পুষ্কর বলিলেন মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, হারিৎ, অত্রি, যম, অঙ্গিরা, দক্ষ, সংবর্ত্ত, শাতাতপ, পরাশর, আপস্তম্ভ, উষুনা, ব্যাস, কার্ত্তায়ণ, বৃহস্পতি, গৌতম, শঙ্খ, ও লিখিত ইহাঁরা যে ভক্তি-মুক্তিপ্রদ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। বেদে দ্বিবিধ ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, প্রবৃত্ত ধর্ম্ম, ও নিবৃত্ত ধর্ম্ম। তন্মধ্যে যাহা কোনরূপ ফল কামনায় অনুষ্ঠিত হয় তাহার নাম প্রবৃত্ত ধর্ম্ম ; আর যাহা জ্ঞান পূর্ব্বক বিহিত হইয়া থাকে তাহাকে নিবৃত্ত ধর্ম্ম কহে। বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়-সংযম, অহিংসা, গুরুসেবা এই সকল দ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। আত্ম জ্ঞান এই সকলের মধ্যে প্রধান বলিয়া কীর্ত্তিত, অথবা এই আত্মজ্ঞান সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ। ইহার দ্বারা অমৃত ও অভয় লাভ হয়। বেদাভ্যাসরত আপ্তযাজি পুরুষ আত্মাকে সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বভূত আত্মাতে সমভাবে দেখিয়া স্বারাজ্য লাভ করেন। আপ্তজ্ঞানই দ্বিজগণের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের সামর্থ। বেদ শাস্ত্রার্থ তত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত হইয়া যে কোন আশ্রমে বাস করিয়া জীব ইহ লোকেই ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যথা বিধানে অধ্যয়ন করিবে, গুরুর আরাধণা করিবে এবং সৎসঙ্গে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবে, ইহাই আশ্রমীদিগের কর্ত্তব্য।

১৭। ভগবান কপিলদেব কহিয়াছেন, হে মাতঃ, পূর্ব্বে ঋষিগণ শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইলে ইহাই কহিয়াছিলাম, কিন্তু এই যোগ চিত্ত সংযমন

ব্যতিরেকে হইতে পারে না। ফলতঃ চিত্তই জীবের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইলেই জীবের বন্ধন, এবং পরমেশ্বরে সংলগ্ন হইলেই তাহার মোচন হয়। কাম, লোভ প্রভৃতি যে সকল মল আমি আমার ইত্যাকার অভিমান উৎপন্ন করিয়া থাকে চিত্ত যখন সেই সকল মল (অর্থাৎ পাপ) বিরহিত হইয়া শুদ্ধ হয় (অর্থাৎ অদুঃখ অসুখ হইয়া সর্ব্বত্র সমান থাকে) (অর্থাৎ সমদর্শী হয়) সেই সময়ে পুরুষ যে আত্মা প্রকৃতির পর নিবেদ্ব স্বয়ং প্রকাশ সূক্ষ্মতর এবং অপরিচ্ছিন্ন তাহাকে জ্ঞান বৈরাগ্য এবং ভক্তিযুক্ত চিত্ত দ্বারা উদাসীনের তুল্য (অর্থাৎ আসক্তি শূন্য) অবলোকন করে, এবং প্রকৃতিকেও ক্ষীণবল দেখিতে পায়। মা। যোগিদিগের ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধির ও অখিল আত্মা ভগবানের ভক্তি যোগ ব্যতীত শুভদায়ক পথ আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু সাধু সঙ্গই ঐ সকলের মূল। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে প্রশক্তি আত্মার অসর-পাশ তাহাই আবার সাধু পুরুষের প্রতি নিহিত হইলে নিদারুণ মুখ্যের দ্বার স্বরূপ হয়। যে কোন বিবেকী বিবেক দ্বারা আপনার অর্থ দেখেন (অর্থাৎ আপনার মঙ্গল দেখেন) তাহার প্রিয় আত্মা যে আমি আমাতে সাক্ষাৎ ফলানুসন্ধান রহিত নিরন্তর ভক্তি করিয়া থাকেন। আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রিয় যাহার সম্পর্কে প্রাণ বুদ্ধি ইত্যাদি প্রিয় হইয়া থাকে। সর্ব্ব প্রাণীতে আপ্ত দৃষ্টি করাও উচিত,ইহাকে নির্গুণ ভক্তি কহে। ভগবান সকল প্রাণীতেই সতত অবস্থিত তথাচ কোন কোন ব্যক্তি ভগবানকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমাদিতে পূজারূপ বিড়ম্বনা করিয়া থাকেন ; পরন্তু আমি সকল প্রাণীতেই বর্ত্তমান আছি, সকলের আত্মা এক ঈশ্বর। যে ব্যক্তি মূঢ়তা বশতঃ আমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিমা পূজা করে তাহার কেবল ভস্মে আহুতি প্রদান করা হয়। সে পরদেহে আমাকে দ্বেষ করে এবং অভিমানী ভিন্নদর্শী ও সকল প্রাণীর সহিত বদ্ধবৈর হয় সুতরাং তাহার

মনও শান্তিপ্রাপ্ত হয় না। হে অনঘে, যে ব্যক্তি প্রাণী সমূহের নিন্দাকারী সে যদি বিবিধ দ্রব্যে উৎপন্নাদি ক্রিয়া দ্বারা আমার প্রতিমাতে আমাকে পূজা করে, তথাচ আমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হই না। এমন বিবেচনা করিবেন না যে প্রতিমাতে অর্চ্চনা করা বিফল হয়; পুরুষ যে পর্য্যন্ত সর্ব্ব প্রাণীতে অবস্থিত যে আমি আমাকে আপনার হৃদয়ে জানিতে না পারি তাবৎ পর্য্যন্ত সকর্ম্মে রত হইয়া প্রতিমাদির অর্চ্চনা করিবে। যে ব্যক্তি আপনার অশেষ কর্ম্ম ও সেই কর্ম্মের ফল এবং দেহ আমাকে সমর্পণ করে; আমার অব্যবহিত হইয়া থাকেন অপর তাহার আত্মা আমাতে অর্পিত হয় ও তাহার কর্ম্মফল সকল আমাতেই ন্যস্ত হয়, এবং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি নিমিত্ত কর্ত্তৃত্ব, অভিমান শূন্য হয়েন একারণ তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহা হইতে আর কোন জীবই আমার দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় না। অতএব ঈশ্বর সকল প্রাণীতে অন্তর্য্যামীত্ব রূপে ও সকল প্রাণীর মধ্যে প্রবিষ্ট আছেন। এই প্রকার জ্ঞানে মানবগণ মনের দ্বারা বহুমান প্রদান পূর্ব্বক সমস্ত প্রাণীকেই প্রণাম করিবেন।

১৮। ভগবান কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে কহিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মণ, আমি যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছি এইরূপ দর্শন করিলেই মোহ নিবৃত্তি হয়; অগ্নি যেমন সকল কাষ্ঠের অভ্যন্তরে অবস্থিত তাহার ন্যায় আমিও সর্ব্ব ভূতেই অবস্থিত আছি লোকে যখন ঐ রূপ দর্শন করে তখনই অজ্ঞান নিবৃত্তি হয়, তদনন্তর ভক্তিযুক্ত এবং সমাহিত হইলেই তোমার আপনাতে এবং এই সকল লোকে আমি যে সর্ব্বব্যাপি হইয়া আছি তাহা তুমি দেখিতে পাইবে এবং আমাতেও ঐ সকল লোক তথা জীব সমূহ দেখিতে পাইবে, যখন ভূত ইন্দ্রিয় এবং বিষয় সকল হইতে বিরহিত আত্মাকে (অর্থাৎ তুমি এই পদের প্রতিপাদ্য জীবকে আত্ম স্বরূপ) আমি এই পদার্থের সহিত অবলোকন করি তখনই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।

১৯। বৈরাগ্য অর্থাৎ দৃষ্টাদৃশ্য কর্ম্মফল স্পৃহা রহিত হইতে যে উৎপন্নভক্তি, তদ্দ্বারা যে মনের নিশ্চলতা হয়, তাহাতে যে জ্ঞান সাক্ষাৎকার হয়, ভগবানই সেই জ্ঞান স্বরূপ, ভগবানই সেই জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন।

২০। ব্রহ্মার মানস পুত্র মহর্ষি রিভু আপন শিষ্য নিদাঘকে বলিয়াছিলেন, হে নিদাঘ, আমা হইতে যদি কেহ ভিন্ন থাকেন তবে এই আমি এই অন্য বলা যায়; পরমার্থতঃ কোন নর পশু পর্য্যায় ভেদ নাই ও সকলের আত্মাই এক। এই শরীর প্রভেদ মাত্র। তাহা কেবল কর্ম্ম হেতু, পৃথক যোণি জানিবে। সমস্ত অবয়ব হইতে আত্মা পৃথক এ বিষয় নিপুণ হইয়া চিন্তা কর, পরমাত্মার সহিত যে জীবের সংযোগ তাহার নামই শ্রেয় (অর্থাৎ সুখ) বা আনন্দ জানিবে। যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও দ্রব্য সমুদয় পরমার্থ নহে। জীব ও পরমাত্মার যোগই পরমার্থ বলিয়া উক্ত হয়। পরমাত্মা সর্ব্বগত জানিবে। ক্ষুধা তৃষ্ণাদি দেহের ধর্ম্ম, আত্মার নহে; আত্মা আকাশবৎ ব্যাপি ও সর্ব্বগত সকলের আত্মা এক পার্থিব দেহ পার্থিব পরমাণু দ্বারা স্থির থাকে, তুমি এই একমাত্র স্থির জানিও। অখিল জগতে ভেদ নাই, সকলেই বাসুদেবাখ্য পরমাত্মার স্বরূপ সর্ব্ববিধ ভূতবর্গকে অভেদ দেখিতে হইবে ইহাতে মুক্তিলাভ হয় যেহেতু বিষ্ণু সর্ব্বগত ;অতএব সমস্তই এক বাসুদেব বিষ্ণু তুমি আমি সমস্তই এক বিষ্ণু। প্রহ্লাদও অসুর বালকদিগকে এইরূপ বলিয়াছিলেন। (প্রমাণ বিষ্ণুপুরাণ ও কাশীখণ্ড গ্রন্থ)।

২১। এক নভস্থলে (অর্থাৎ আকাশে) নীল, পীতাদি ভেদে দৃষ্ট হয়; ভ্রান্তি দৃষ্টি মানবগণ সেই এক বিষ্ণুকে পৃথক পৃথক দর্শন করে। বিষ্ণুভক্তির নামই জ্ঞান, অনাদি পরব্রহ্ম সত্য বলিয়া উক্ত হয়। সত্ব হইতে জ্ঞান রজঃ হইতে লোভ তমঃ হইতে প্রমাদ মোহ বা অজ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

বিষ্ণু সকলের হৃদয়ে বিরাজিত দৈব সম্পত্তি হইতে নরগণের ক্ষমা ও অহিংসা উৎপন্ন হয়, ক্রোধ লোভ হইতে নরক হয়, অশৌচ ও অনাচার আশুরিক সম্পত্তি হইতে জন্মে। অনুদ্বেগকর বাক্যই সত্য (ওঁ তৎসৎ এই ত্রিবিধ নির্দ্দেশ, ব্রহ্মের অবগতিকর কর্ম্মের ফল তিন প্রকার। অনিষ্ট, ইষ্ট মিশ্রো ; অত্যাগীগণের পরলোকে ঐ সকল ফল ভোগ হয় ; কিন্তু সন্ন্যাসী-গণের কোথাও হয় না। এক জ্ঞান সাত্ত্বিক, পৃথক জ্ঞান রাজস, তৃতীয় জ্ঞান তামস। অকাম কর্ম্ম সাত্ত্বিক, কাম্য কর্ম্ম রাজস, মোহ হেতু যে কর্ম্ম তাহাই তামস। যাহা দ্বারা এই অখিল ব্যাপ্ত হইয়াছে সেই বিষ্ণুকে কর্ম্ম মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হও। যে মানব ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত জগৎকে বিষ্ণু বলিয়া অবগত হইতে পারে সেই ভগবদ্ভক্ত ভাগবৎ মানব নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করে। (প্রমাণ অগ্নিপুরাণ)।

২২। ভগবান বলিলেন, একমাত্র আমি বিষ্ণুরূপ ইহা জানিয়া জীবগণ মুক্তি লাভ করে। যে শরীরকে ক্ষেত্র বলিয়া জানে সে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হয়, বিষ্ণুর সমান ধ্যেয় পদার্থ নাই যাহাতে সকলি আছে ও যাহাতে তাহার সকল রহিয়াছে ; যিনি অগ্রাহ্য, অনির্দ্দেশ্য, সুপ্রতিষ্ঠ ও পরম তিনি ঐ ব্রহ্ম বিষ্ণু পরাৎপর স্বরূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজিত। বিষ্ণুকে সকল বলা যায় যাহা হইতে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না সেই বিষ্ণুই পরম ব্রহ্ম। যে বিজ্ঞানবান্ ব্যক্তি, নিয়ত যোগযুক্ত, মনে অবস্থান করে না বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয় অর্থ হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা, জীবাত্মা হইতে মহান্, মহান্ হইতে অব্যক্ত, এবং অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষের পর আর কিছুই নাই, যাহার অখিল ভাব বিষ্ণু, পাপ তাহাকে পীড়া দিতে পারে না। মহাযজ্ঞ সকল না করিয়া এবং পিতৃ সেবা না করিয়াও কৃষ্ণার্চ্চনা করিলে সে ব্যক্তি পাপ ভাজন হয় না। সকলের অত্যন্ত কারণ বিষ্ণুকে ধ্যান করিলে সে কথনই

পাপ সংস্পর্শে নষ্ট হয় না, মানব বিষয়াক্লিষ্ট মানুষ এবং অন্য নানা প্রকার দোষ যুক্ত হইলেও যদি ভগবান গোবিন্দকে ধ্যান করে তবে সে সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়। বিষ্ণুভক্তি পরে দৈব ও তদবিপরিতই আশুর। (শ্রীমদ্ভাবগত হইতে উদ্ধৃত।)

২৩। শুক্‌দেব কহিলেন, দেহ, পুত্র, কলত্র ইত্যাদি যে সকল পদার্থ আত্মার সৈন্য দেখিতেছ ইহারা বস্তুতঃ মিথ্যা এবং পিত্রাদি বিয়োগ দৃষ্টান্তানুসারে ঐ সকল দেহাদির বিনাশ অবলোকন করিয়াও গৃহাশক্ত ব্যক্তিরা তদ্বিষয় কিছুই অনুসন্ধান করে না। যে ব্যক্তি মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করেন তাহার পক্ষে সর্ব্বাত্মা ভগবান এবং ঈশ্বর হরির নাম শ্রবণ, কীর্ত্তণ, স্মরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নারায়ণের মহিমা বলিয়া শেষ করা যায় না, অন্তে নারায়ণ স্মরণ পরম লাভ; হে রাজন, অভয় স্বরূপ হরির শরণাগত হওয়া আবশ্যক। কর্ম্ম বাসনায় যদি মন আকৃষ্ট হয় তবে বুদ্ধিদ্বারা ভগবানের রূপের প্রতি ধারণা করা উচিত। অনন্তর ধ্যান-পর হইয়া মন দ্বারা ভগবানের স্মরণ ও চরণ প্রভৃতি এক একটী অবয়ব চিন্তা করিবেন, কিন্তু তাঁহার সমগ্র রূপ হইতে কদাচ মনকে বিযুক্ত হইতে দেওয়া উচিত নয়। তাহা হইতে ভক্তের ধারণা ধ্যান উভয়ই সম্পন্ন হইবে। কেন না আশ্রয় বিশেষ সামান্যতঃ চিত্ত স্থির কর নাই। ধারণা এবং অবয়ব বিশেষের ভাবনা তাহা দৃঢ়তা সম্পাদনই ধ্যান। পরে মনকে বিষয় হইতে শূন্য করিয়া সমাধিস্থ করিবেন; তৎপরে আর কোন বিষয়ই স্মরণ করা কর্ত্তব্য নয়। এইরূপে যাহাতে মন উপশান্ত হয় তাহাই উৎকৃষ্ট বিষ্ণুর পরম পদ ধারনাই রজঃ ও তমঃ গুণের কৃত মল (অর্থাৎ পাপ নাশ করা)। ভগবানের প্রীতি জন্মানর নামই ভক্তি, ভগবান হরি শরণাগতকে রক্ষা করেন—তাঁহারই শরণাগত হওয়া উচিত। পরমাত্মার মূর্ত্তি স্বরূপ আকাশ; সেই আকাশ স্বরূপ হওয়াই মুক্তি। ভগবানের কথাই অমৃত;

কিন্তু যে ব্যক্তির কোন কামনাই নাই, তিনি পরম পুরুষ ভগবানের আরাধনায় রত থাকেন ; ভগবানে অচলা ভক্তি, সার পদার্থ। অন্য কথা না শুনিয়া হরি কথা শ্রবণ করাই উচিত। মহারাজ হরি কথার রতির প্রশংসা আর কি করিব ; হরি কথা শ্রবণ করিতে করিতে এবম্বিধ জ্ঞান উৎপন্ন হয় যে তাহাতে রাগাদি সকল একেবারে নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং মন প্রসন্ন হয় ; অপর হরি কথা শুনিলে বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে, অতএব তাঁহাকেই কৈবল্য স্বরূপ পথ, অথবা ভক্তি যোগ বলা যায়। সেই হরি কথাতে কোন্ ব্যক্তির রতি না জন্মিবে ? বিশেষতঃ যে ব্যক্তি অন্যত্র শ্রবণ সুখে নিবৃত্ত হয় নাই তাহার হরি কথায় রতি হইবার সম্ভাবনা কি আছে ? যে ব্যক্তি হরি কথায় কাল যাপন করেন তাঁহার আয়ূ বৃথা নষ্ট হয় না। চৈতন্য দ্বারায় সকল বস্তু প্রকাশ হয় (অর্থাৎ দেখা যায়) সেই চৈতন্যই জ্ঞান বা বাসুদেব তাহার দুর্জ্জয় মায়ায় জগতের জীব সমূহ মুগ্ধ হইয়াছেন কোন বস্তুই বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহে। কেন না কারণ ব্যতীত কখনই কার্য্য হয় না সকলেই বাসুদেবের অধীন ভগবানের তত্ত্ব কেবল তাঁহার ভক্তগণেই নিরূপণ করিতে পারেন। ভগবান মরণ ধর্ম্ম কর্ম্ম ফল অতিক্রম করিয়াছেন (অর্থাৎ তিনি স্বয়ং ভগবান) কার্য্য কারণ স্বরূপ সৃষ্ট কোন বস্তুই সেই ভগবান হইতে পৃথক নহে। পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছেন আমি সেই ভগবানকে জানিতে পারি নাই ; অন্যে কে জানিবে ? অতএব সেই ভগবানের চরণে প্রণাম করি। তাঁহার চরণের মহিমা সামান্য নহে ; তাহা আশ্রয় করিলে সংসার নিবৃত্তি হয়। ঐ চরণ অতিশয় মঙ্গলজনক, ও সুসেব্য, তাঁহার পরিমাণ আকাশের ন্যায় স্থির করা যায় না। এবম্প্রকার সকল লোকে তাঁহার অবতার কর্ম্ম সকলের গান করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু কেহই যথার্থরূপে তাঁহাকে জানিতে পারে না ; ইহাতে আমি সেই ভগবানের কথা কি কহিব ? কেবল তাঁহাকে নমস্কার করি ভগবান

বিশুদ্ধ (অর্থাৎ উপাধি শূন্য এবং সত্য জ্ঞান স্বরূপ) অপর তিনি সকলের অন্তর্য্যামী সন্দেহাদি রহিত, আর তিনি নির্গুণ, তিনি সকল কালেই অদ্বৈতরূপে প্রকাশ পান।

২৪। ভগবান বলিলেন, আমার দর্শনই ফল। সাধনার্থ প্রয়াসের সীমা (অর্থাৎ শ্রেয়ঃ) নিমিত্ত পরিশ্রমের ফল তদপেক্ষা অধিক নাই। হে ব্রাহ্মণ! তোমার তপস্যার প্রবৃত্তির প্রবর্ত্তক নির্জ্জনে "তপঃ" "তপঃ এই বাক্য শুনিয়াইত তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। অর্থাৎ ভগবানের দয়া হইলেই তপস্যার ফল সাধিত হয়। হে অনঘ, তপস্যা আমার শক্তি। আমি অনাদি, অনন্ত, অদ্বিতীয়, অতএব পূর্ণ স্বরূপ পরমাত্মা আশ্রয় ভগবানে সকল কর্ম্মফল সমর্পণ করিলে তুমি শুদ্ধ সত্য হইয়া অবশেষে ভগবানকে লাভ করিতে পারিবে।

২৫। পরীক্ষিত কহিলেন, হে মুনে! লোক সকল সুখ প্রাপ্তি বাসনায় কর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু তদ্দ্বারা সুখ অথবা দুঃখের উপশম হয় না, বরঞ্চ তৎসমুদয় হইতে পুনর্ব্বার দুঃখ হইয়া থাকে। অতএব এই সংসারে আমাদের যাহা কর্ত্তব্য ; আপনি সর্ব্বজ্ঞ তাহা নিরূপণ করিয়া দিউন। ভ্রমর যেমন পুষ্পসমূহ হইতে মধু আহরণ করে তাহার ন্যায় নানা কথা হইতে উদ্ধার করিয়া সকল কথার মধ্যে সারভূতা পূর্ণকীর্ত্তি ভগবানের কথাই বিশ্বের মঙ্গলার্থ আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন। ত্রিতাপ বারণকারী আপনার পাদপদ্ম ছায়া আশ্রয় করিয়াছি তাহাতেই আমাদের জ্ঞানলাভ হইবে।

২৬। শুকদেব্ কহিলেন, হে ভগবন! প্রভু তোমার চরণের মাহাত্ম্যের কথা কি বলিব, যে সকল নদীর জল পাপ নাশ করে তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা গঙ্গা ঐ চরণ হইতে উদ্ভব হইয়াছেন এই নিমিত্ত গঙ্গার সেবা করিয়া ভক্ত সমস্ত তোমার চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে

ভগবন্! বিষ্ণুমায়া দুর্জ্ঞেয়, তাঁহাকে জানা যায় না; তাহাকে কেবল নমস্কার করি। ভগবান চিন্মাত্ররূপী এবং নির্ব্বিকার তাঁহার গুণ ও ক্রিয়া সম্বন্ধে কি বর্ণিব? তিনি বর্ণনার অসাধ্য তাঁহাকেও নমস্কার করি।

২৭। মুরারীর গুণানুবাদে এবং গুণকথা শ্রবণেও অশেষ ক্লেশের উপশম হয়। যদ্যপি তদীয় পাদ-পদ্মের মকরন্দের সেবা বিষয়া ও রতি মনোমধ্যে লাভ করা যায় তবে জীব কি না করিতে পারে (অর্থাৎ মনুষ্যেরা যদি ভগবানকে ভক্তি করে তাহা হইলে তাহাতেই তাহাদের সমস্ত ক্লেশের নিবৃত্তি হইয়া থাকে) সকল পদার্থই মায়াকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এই লোকে যে ব্যক্তি অতিশয় মূঢ় অর্থাৎ দেহাদিতে অতিশয় আসক্ত ও যে ব্যক্তি প্রকৃতির পর পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয় এই দুই ব্যক্তিরই সংসার জন্য ক্লেশ হয় না।

২৮। পরীক্ষিত কহিলেন, হে মুনে! আপনাদের চরণ-সেবা দ্বারায় কি না হয়? তদ্দ্বারা সর্ব্বকাল-ব্যাপি ভগবানের পাদপদ্মে দুর্ণিবার প্রেমোৎসব জন্মে তাহাতেই সংসার নষ্ট হয়।

২৯। শনক মুনিরা কহিলেন, হে হরি, সকলের আত্মায় হে অনন্ত, তুমি হৃদয়স্থ হইয়াও দুরাত্মা ব্যক্তিদিগের (অর্থাৎ পাপীদিগের) নিকট অন্তর্হিত হইয়া থাক (অর্থাৎ তাহারা তোমার দর্শন পায়না) তুমি আমাদের কর্ণ-পথ দ্বারা বুদ্ধি-মধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছ ইহাতে কি তোমার অন্তর্দ্ধ্যান হওয়া সম্ভব? ভক্তি যোগ দ্বারা স্বস্ব হৃদয়ে যে তত্ত্ব অনুভব মুনিরা করিয়া থাকেন আমাদের বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে তুমি সেই আত্ম-তত্ত্বরূপ পরম তত্ত্ব, তুমিই বিশুদ্ধ সত্ত্ব, শ্রীমূর্ত্তির দ্বারা ভক্তগণের প্রতিক্ষণে রতি রচনা করিতেছ। হে প্রভু, তোমার যশ পরম রমণীয় ও অতিশয় পবিত্র; সুতরাং কীর্ত্তই ও তীর্থ স্বরূপ যে সকল কুশল ব্যক্তি তোমার কথায় রসজ্ঞ তাহারা তোমার আত্যন্তিক প্রসাদরূপ যে মুখ্যপদ

তাহাকেও গণ্য করেন না। অন্য ইন্দ্রাদিপদের কথা কি ফলতঃ ইন্দ্রাদি-পদেও তোমার ভ্রূভঙ্গি মাত্র ভয় নিহিত হয়। তোমার কথায় রসজ্ঞ ব্যক্তিরা সর্ব্বদা নিরতিশয় সুখ সম্ভোগ করেন। ইহাতে ঐ পদে তাহাদের কেন প্রবৃত্তি হইবে না? হে প্রভো! আমাদের চিত্ত তোমার চরণারবৃন্দে মকরন্দ পানে যদি রত হয় আর যদি আমাদের বাক্য তুলসী তুল্য তোমার চরণ যুগলে শোভা পায় এবং তোমার গুণ সমূহ দ্বারা যদি আমাদের কর্ণ রন্ধ্র পরিপূর্ণ হয় তাহা হইলেই আমাদের যথেষ্ঠ নরক হউক তাহাতে ক্ষতি হইবে না। হে বিপুল স্কন্ধে! তোমার অতি সুন্দর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া আমাদের নেত্র অতিশয় পবিত্র হইয়াছে, হে ঈশ, তুমি স্বয়ং ভগবান তোমাকে নমস্কার করি তুমি যে ভক্তদিগের অপ্রকট হইলেও জ্ঞানগোচর হও ইহাতেই এ ভক্তগণ ধন্য হইল।

৩০। রাজর্ষি পৃথুর উপদেশ :—

যে সকল সাধু সুবুদ্ধি প্রধান তাহারা কোন প্রাণীর হিংসা করেন না; যে হেতু তাঁহাদের এরূপ জ্ঞান আছে যে শরীর আত্মা নহে, সুতরাং দেহাভিমান বশতঃ পরের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন না। বিদ্বান ব্যক্তিরা এই দেহকে প্রথমতঃ অবিদ্যা স্বরূপা জ্ঞানে তদন্তর কাম তাহার পর কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ বলিয়া জানেন, সুতরাং আপ্তজ্ঞান হওয়াতে আর তাঁহাদের আসক্তি হয় না, শরীরের আসক্তি পরিত্যক্ত হইলে তদ্দ্বারা উৎপন্ন গৃহ সম্পদ এবং পুত্রাদিতে আর কোন ব্যক্তির মমতা হয় না। আত্মা প্রসন্ন হইলেই গুণ সকল পরিত্যাগ করিয়া সমদর্শী হয়। তখন আত্মার ঔদাসীন্য রূপে অবস্থান রূপ যে শান্তি, যাহার নাম কৈবল্য তাহাই অনুভব করিতে থাকে। ফলতঃ ভগবান আত্মা হইলেও কূটস্থ। আত্মাকে যাহারা দেহজ্ঞান, কর্ম্ম, ইন্দ্রিয় এবং মনের অধ্যক্ষ স্বরূপে অবস্থিত বোধ করেন তাহাদের আর সংসার ভয় হয় না। ঐ সকল জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তঃ-

স্বরূপে এমত বোধ উদিত হয় যে লিঙ্গ শরীর দ্রব্য ক্রিয়া কারক এবং চেতন স্বরূপ ঐ দেহেরই সংসার হইয়া থাকে; অতএব সম্পদ উপস্থিত হউক বা বিপদে আপতিত হউক হর্ষ শোকাদির দ্বারা তাঁহাদের কোন বিকার হয় না। আমাতেই সৌহার্দ্দ বদ্ধ করিয়া তাঁহারা নিশ্চল হইয়া থাকেন। ভক্তি যোগেই সার পদার্থ, তাহাই লাভ করা উচিত। ভগবান সর্ব্ব স্বরূপেই বর্ত্তমান আছেন, ভগবানের চরণপদ্ম সদাই স্মরণ করা কর্ত্তব্য, কেবল ভগবানের নাম শ্রবণ কীর্ত্তনেই ভক্তি, ইহা দ্বারা মায়াত্যাগ হইয়া থাকে। কর্ম্ম থাকিলেই অবিদ্যা থাকে, অবিদ্যা থাকিলেই দেহাদির কর্ম্মেতে বন্ধন হয়। ভগবানের প্রসন্নতাই ভক্ত প্রার্থনা করিবে। ভগবান হরি সকলের মূল, সকলের আত্মা তাহাকেই স্মরণ ও সেবা করা ভক্তের কর্ত্তব্য, জল বর্ষায় যেমন সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হয় এবং গ্রীষ্মকালে সূর্য্যতেই প্রবেশ করে সেই প্রকার ভগবান হরি হইতে উৎপন্ন আবার হরিতেই সমস্ত লয় হয়। অতএব সকলের মূল ত্রিগুণ শক্তি ভগবানের লয় উৎপন্ন হয় ভগবান সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ।

৩১। মুনিপত্নীদিগকে ভগবান কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, আমাতেই মন নিবেশ করিতে থাক অচিরে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। দেখ শ্রবণ, দর্শন, অথবা অনুকীর্ত্তনে আমাতে যদ্রূপ ভাব জন্মিতে পারে, নিকটে থাকিলে তদ্রূপ ভাব হয় না। বৈষ্ণবের অলৌকিকি ভক্তি হওয়া চাই, মুনি পত্নী-দের তাহাই হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণে দুরন্তভাব ভক্তি, ভক্তি বিহীন লোক মূঢ় এই ভাবে গৃহসাধক মৃত্যুপাশ সংচ্ছিন্ন হয়।

৩২। ভগবান কহিলেন, শৌচাশৌচে কিছুই করে না। ভগবানে দৃঢ়া ভক্তি হইলেই হইল। যাহারা সর্ব্বত্র আত্মদর্শী স্থাবর জঙ্গমাদিতেও আত্মা ভিন্ন কিছুই দেখেন না, যাঁহাদের ইনি আত্মীয়, ইনি পর এতদ্রূপ

ভেদ দৃষ্টি নাই, ভেদজ্ঞান না থাকা প্রযুক্ত তাহাদের মিত্র ঔদাসীন্ত ও শত্রু কেহই নাই, সে সকল পুরুষের কোন কর্ম্মই গোপনীয় নাই।

৩৩। ভগবান কহিলেন যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিতে আমার বাসনা হয় আমি তাহাকে ঐশ্বর্য্য সম্পদ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া থাকি।

৩৪। শুকদেব কহিলেন হে ভগবান! যে সকল ব্যাক্তি আপনকার পাদপদ্ম সেবা করে—তাহাদের মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। সংসার নিবৃত্তির নাম মোক্ষ। দেহাদিতে অহং বুদ্ধির—নাম অবিদ্যা। সকল জীবই ব্রহ্ম ইহা সত্য। কিন্তু অন্যান্য জীবে তাহা আবৃত। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ হৃষীকেশ, একারণ তাহাতে অনাবৃত ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ মুক্ত ব্রহ্মত্ব, তএব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আত্মবোধের অপেক্ষা নাই॥ যে কোন প্রকারই হউক ভগবানে আসক্তি হইলেই মুক্তির কারণ হয়। স্নেহ ভক্তিতে তন্ময়ত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৩৫। ভগবান বলিলেন শ্রবণ দর্শন ধ্যান এবং কীর্ত্তনে যেমন সহজে আমার প্রতি ভাবোদয় হইতে পারে, আমার সন্নিধানে তেমন হয় না। আমার নাম উচ্চারণ করিয়া লোকে অখিল শ্রোতাকে এবং আপনাকে সদ্য পবিত্র করে; প্রকৃতি পুরুষ এক পদার্থ।

প্রকৃতি পুরুষ এক পদার্থ, বিষ্ণু, যাবতীয় পদার্থ ঐ ভগবানের মূর্ত্তি হইতে উৎপন্ন। যে ব্যক্তি যেরূপেই ভজনা করুক সকলেই ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন। ভগবানের কৃপা না হইলে তাহার কিছুই লাভ হয় না॥ বিষ্ণুর কর্তৃত্বাদি ন্যায়, কর্তৃত্ব ও ভোগ শুন্য নিত্য সত্ত্য। সর্ব্বব্যাপী নিরাকার ব্রহ্ম ভগবান—সাধুগত অলংকৃত শবের ন্যায় ভগবৎ কথা ভিন্ন অন্য কথায় মনোনিবেশ ভক্ত করিবেন না॥ কাল-ভুজঙ্গ বেগে উদ্বিগ্ন হইয়া যে মানব ভগবানের শরণাপন্ন হয়, ভগবান

তাঁহাকে অভয় দান করিয়া থাকেন। প্রেম সম্ভ্রমে ফল উদ্দিষ্ট নাই। অর্থাৎ ফল উদ্দিষ্ট করিবেনা।

৩৬। আমার গুণ শ্রবণ মাত্র সর্ব্বান্তর্যামি যে আমি আমাতে অর্থাৎ পুরুষোত্তমেতে সমুদ্রগামী গঙ্গা সলিলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না ও ফলানুসন্ধান রহিতা এবং ভেদ দর্শন বর্জ্জিতা; মনের গতিরূপ যে ভক্তি তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ।

৩৭। হিংসা অথবা দম্ভ কিংবা মাৎসর্য্য করিয়া ক্রুদ্ধ পুরুষ ভেদ দর্শন পূর্ব্বক আমাতে যে ভক্তি করে এই ত্রিবিধই তামসিক ভক্তি; আর কর্ম্ম নির্ণয় অর্থাৎ পাপক্ষয় নিমিত্ত অথবা প্রতিকামা হইয়া ভগবানেতে কর্ম্ম ফল সমর্পণ অথবা নিত্য বিধি প্রাপ্ত প্রযুক্ত অবশ্যই যোগ করিতে হইবে ইত্যাদি বিধি উদ্দেশ করিয়া ভেদ দর্শন পূর্ব্বক প্রতিমাতে আমার যে অর্চ্চনা করে, অর্থাৎ ভক্তি করে তাহা রাজসিক ভক্তি। যে সকল ব্যক্তির নির্গুণ ভক্তি যোগ হয়—তাহাদের কোনই কামনা থাকেনা। অধিক কি তাহাদিগকে সালোক্য—আমার সহিত এক লোকে বাস। সার্ষ্টি আমার তুল্য অসহ্য। সমীপ্য সমীপে অবস্থান সারূপ্য রূপত্ত্ব এবং ঐক্যতা অর্থাৎ সাযুয্য এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাহারা আমার সেবা ব্যতিরেকে কিছুই গ্রহণ করিতে চায় না। আর ঐ প্রকার ভক্তিকে আত্যান্তিক ভক্তিও বলা যায়। উহা হইতে আর পরম পুরুষার্থ নাই। মানবী ত্রৈগুন্য ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তি পরম ফল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু তাহা আমার ঐ ভক্তির আনুসঙ্গিক ফল; ভক্তি যোগেই ত্রিগুণ অতিক্রমণ করিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে॥

৩৮। ফলতঃ যে সকল সাধুর মনস্কামনা শূন্য, তাহারা সেই মনো মধ্যে নিরন্তর বর্দ্ধিত ভগবানকে সন্নিহিত করিতে পারিলে ভগবান হরি—

তাহাদের মনোবৃত্তি আকাশের ন্যায় ঐ মন হইতে কখনই সারিয়া যায় না নির্জ্জনের বশতাপন্ন হইয়াছি মনে করিয়া সেই স্থানেই থাকেন। ভক্তের নিন্দা বা সাধু জনকে ভৎসনা যে করে, ভগবান তাহার পূজা গ্রহণ করেন না।

৩৯। যিনি আপনাতেই পরিপূর্ণ, আপনার ভক্তগণেই অনুরক্ত, তিনি তাহাতে অনুবর্ত্তমানা শ্রী ও সকাম রাজগণের ও দেবতার অনুবৃত্তি গ্রহণ করেন না।

৪০। ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, যদিও সংকল্পমাত্রে ভূভার হরণে সক্ষম ছিলেন, তত্রাপি কলিযুগে যেসকল ভক্ত জন্মিবে তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ নিমিত্ত দুঃখ, শোক ও তম গুণের নাশক পুণ্যরস বিস্তার করিয়া-ছেন ; ঐ যশ সাধু পুরুষ দিগের কর্ণামৃত এবং শ্রেষ্ঠ তীর্থ স্বরূপ একবার মাত্র শ্রোত্ররূপ অঞ্জলি দ্বারা পান করিলে পুরুষ কর্ম্ম বাসনা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়।

৪১। ভগবান কহিলেন, যেথানে যেথানে সমদর্শি, প্রশান্ত, সাধু সদাচার সম্পন্ন আমার ভক্তগণ থাকে তথায় কিরাত তুল্য অতি নীচ বংশীয়েরাও পবিত্র হয়।

৪২। ভগবান অচ্যুতের আরাধনাই সকল দেবতার আরাধনা বলিতে হইবে। সকল শক্তি ভগবানেতে লয় হয় (অর্থাৎ রজ তম সত্ত্ব) এতদ্রূপ জগৎ প্রবাহ পরে ব্রহ্মেই ক্রমে বিলিন হয়। সর্ব্বকারণের কারণ ভগবান, অভিন্ন রূপে তাহাকে সাক্ষ্যাৎ ভজনা করা কর্ত্তব্য। ভগবান অকর্ত্তা তিনি আপনার তেজ দ্বারা সত্যাদি গুণ প্রবাহ বিনষ্ট করেন, অতএব তিনিই পরমেশ্বর ধারণা করা ভক্তের উচিত।

৪৩। ভক্তি কি পদার্থ—ভগবানে চিত্তের আশক্তি বা মমতা ইহারই নাম ভক্তি।

৪৪। শুকদেব কহিলেন, যে সকল পুরুষ সর্ব্বজগতের কারণ রূপে শ্রীকৃষ্ণকে জানেন তাহাদিগের সমক্ষে স্থাবর জঙ্গম সমুদয় জগৎ ভগবৎ রূপে প্রকাশ পায়। তাহারা নিশ্চয় জানেন যে তৎ ব্যতিত অন্য কোন বস্তুই এই জগৎ মণ্ডলে নাই। ভগবানে আসক্ত ব্যক্তির ব্যসনে, দুঃখে অস্থির হওয়া অনুচিত। আমি বিদ্যান আমি দাতা আমি সুন্দর ইত্যাদি জ্ঞান হরি ভক্তের করা উচিত নয়; ইহারই নাম অহঙ্কার। গৃহাশ্রমীদের সাধুজনের আগমনে আনন্দিত হওয়া উচিত। পাষণ্ডদিগের কুতর্ক বেদমার্গকে ভগ্ন করে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উৎপন্না ভক্তি চতুরাশ্রমিদিগেরই অশুভ হরণ করে; পাপ শূন্য হরি ভক্তগণ পুত্র ও ধনাদি বাসনা ত্যাগ করিয়া শান্তভাব ধারণ করিবেন। হরি ভক্তের কুটুম্বাশক্ত হওয়া উচিত নয়; অল্পেঅল্পে হরিভক্ত ধীর পুরুষের শরীরাদিতে মমতা ত্যাগ করা উচিত, ও অহমত্তা ভেদ বুদ্ধি ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আত্মার ক্রিয়া পরিত্যাগ হইলে হরিভক্ত নিশ্চল হন জ্ঞান গ্রহণ করাও উচিত। বোধাৎ আত্ম জ্ঞান, দেহাভিমান জন্য সন্তাপ মুকুন্দ হরণ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের আরাধনার্থ ক্রিয়া বা স্বর্গাদি সমস্ত সুখ ভোগে অশ্রদ্ধা করা ভক্তগণের উচিত। মন্ত্র যোগাদির প্রভাবে সিদ্ধ পুরুষেরা আয়ু দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন এবং তৎপরে কাল আগত হইলে নিজ নিজ দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহলোকে তিন প্রকার মনুষ্য আছে মুক্ত, মুমুখ্য এবং বিষয়ী। হরি চরিত গানই সংসার বিনাশের মহৌষধ। হরি গুণানুবাদ মুক্তজন কর্তৃক বিগীত হয়। ভগবান মায়া মনুষ্য, তিনি অখিল দেহধারির অন্তরে ও বাহিরে পুরুষ ও কালরূপে বিরাজ করিতেছেন, অন্তর্দ্দিষ্টি করিয়া ভগবানের কর্ম্ম সকল শ্রবণ করাই কর্ত্তব্য। বাসুদেবের কথায় শ্রদ্ধা না হওয়া ভক্তের বড় দোষ।

৪৫। ফলতঃ যে ভক্ত ভগবানের পরম মঙ্গল নাম ও রূপ সকল শ্রবণ, কীর্ত্তণ ও চিন্তা করিতে করিতে তথা অন্যান্য মানব দিগকে স্মরণ করাইতে

উপাদানাদি ক্রিয়ার সময় ভগবানের চরণারবৃন্দে আবিষ্ট হইয়া থাকে তাহাকে পুনর্ব্বার এ সংসারে আসিতে হয় না ; ভগবানের দাস হইয়া সেবা করে। ভগবানে অনুভব আনন্দরূপ ;তাহার আকার দর্শনে উদ্ধার হওয়া যায়। দেহি দিগের অহং বুদ্ধি অজ্ঞানপ্রভাব, সেই অহং বুদ্ধি হইতেই ইনি আপন উনি পর এতদ্রূপ ভেদ দর্শন হয়। ভেদদর্শিরা ঈশ্বরকে দেখিতে পারনা। দেহের হননে আত্মার হনন হয় না ; আত্মা অবিনশ্বর পদার্থ।

৪৬। শুকদেব কহিলেন, বাসুদেব কথার প্রশ্ন। তদীয় পদোতক গঙ্গা সলীলের ন্যায় প্রশ্ন কর্ত্তা, বক্তা ও শ্রোতা ত্রিবিধ পুরুষকেই পবিত্র করে। ভগবানের অন্তর নাই, বাহির নাই, পুর্ব্ব নাই, পর নাই। যিনি স্বয়ং জগতের পুর্ব্ব, পর, অন্তর, বাহির, তথা আপনি জগতের স্বরূপ। ভগবানের প্রসন্নতাই ভক্তগণের অমূল্য ধন, কারণ ভগবানে ভক্তিমান জনগণের যদ্রূপ সুখ সুলভ্য দেহাভিমানী তাপস দিগের এবং নিবৃত্তাভিমানি আপ্ত-ভুত জ্ঞানী দিগের তদ্রূপ সুলভ্য নহে। ভগবান ভক্ত কর্ত্তৃক বন্ধন প্রস্ত হইলেও ভক্তের মোচক বটেন ; মদ্য, মাংস, স্ত্রী, জুয়াখেলা খারাপ (অর্থাৎ নিষিদ্ধ) প্রাণী হিংসা অকর্ত্তব্য ; জীবকে অভয় দান করা অপেক্ষা আর বড় তপস্যা নাই।

৪৭। ভগবান কহিলেন, যে সকল ব্যক্তি সাধু (অর্থাৎ স্বধর্ম্মবর্ত্তী) ও সর্ব্বত্র সমদর্শি ও আত্মজ্ঞ তাহাদিগের চিত্ত আমাতেই অর্পিত থাকে, আমাকে দর্শন করিলে ভক্তের বন্ধন হয় না, সত্য জ্ঞান এবং অনন্ত-আনন্দ রূপ যে ব্রহ্ম তিনিই বিষ্ণু।

৪৮। ভগবান কপিলদেব আপন পিতাকে কহিলেন, আমাতে কর্ম্ম সমর্পন করতঃ দুর্জ্জয় মৃত্যু জয় করিয়া অমৃতত্ব নিমিত্ত আমার ভজনা করিও। এইরূপ করিলেই আত্মস্বরূপপ্রকাশক, সর্ব্বভুতের অন্তর্য্যামি যে আমি, আমাতে অর্থাৎ তোমার আত্মাতে দৃষ্টি পুর্ব্বক শোকহীন

হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। পরমানন্দ লাভই সংসার হেতুক। ইহা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি কর্দ্দম আত্মারই শরণাপন্ন হইয়া মুনিদিগের অহিংসাদি ব্রত অবলম্বন করিয়া অবনীতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কোন বিষয়েতে তাহার আসক্তি রহিলনা, অগ্নি ও নিকেতন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন যে ব্রহ্ম নির্গুণ হইয়াও যে ত্রিগুণভাবে প্রকাশ পান তাহার প্রতি মনোযোগ করিলেন, তাহাতে অব্যাভিচারিণী ভক্তির দ্বারায় অচিরেই তাহার ব্রহ্ম সাক্ষ্যাৎকার হইল। দেহাদিকে অহং বুদ্ধি ক্ষমতা শূন্য হইলে নিশ্চল ও নিস্তব্ধ হওয়াই উচিত; উষ্ণাদি শীত কিছুই নয়। অনন্তর বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া হেতু তাহার চিত্ত পরম ভক্তিভাবে জীবাত্মার স্বরূপ ভগবান বাসুদেবে সঙ্গত হইল। তাহাতে স্বয়ং ভগবৎ স্বরূপ হইয়া সকল প্রাণীতে ভগবৎ রূপ আত্মাকে অবস্থিত এবং সকল ভূতকে ভগবদ্রূপ আত্মায় অবস্থিত দেখিতে লাগিলেন। অতএব রাগ দ্বেষ বর্জ্জিত এবং সর্ব্বত্র সমদর্শি চিত্তদ্বারা ভগবৎ ভক্তিযোগে ভগবৎ সংবর্দ্ধিনী গতি অচিরেই লব্ধ হইল।

৪৯। কর্দ্দম পত্নী দিবহুতি, ভগবান কপিল আপন পুত্রকে বলিলেন হে দেব এই দেহে আমার যে আমি আমার ইত্যাদি আগ্রহ হইতেছে ইহা তুমিই যোযনা করিয়াছ; অতএব তুমি আমার এই মোহ দুরীভূত করিয়া দাও। ভগবান কপিলদেব কহিলেন, মা যাহারা আমার পদ সেবায় অনুরক্ত, যাহাদের আমার নিমিত্তই সমস্ত চেষ্টা বিশেষতঃ পরস্পর মিলিত হইয়া আসক্তিযুক্ত, চিত্তে আমার বীর্য্য বর্ণন করিতে আদর প্রকাশ করেন এবম্বিধ কোন কোন ভাগবৎ পুরুষ ঐ প্রকার মূর্ত্তি অর্থাৎ আমার সহিত একত্বতা স্পৃহা করেন না; বরঞ্চ হে মা, তাহারা আমার যে যে মূর্ত্তির প্রসন্ন বদন এবং অরুণবর্ণ লোচন সেই সেই দিব্য ও বরপ্রদ মূর্ত্তি সকল দর্শন করিতে অভিলাষ করেন, আর ঐ সকল

মূর্ত্তির সহিত স্পৃহনীয় বাক্য বলিয়া থাকেন। ফলতঃ মুক্তি অপেক্ষায় ভক্তিযোগে পরমেশ্বরানুভব অধিক আছে, একারণ ঐ সকল ব্যক্তির মুক্তিতে ভালরূপ আদর হয় না, পরন্তু আমার মুখ নেত্রাদি অবয়ব যুক্ত ঐ সমস্ত মূর্ত্তির লীলা হাস্য সম্বলিত অবলোকন এবং মনোভাবন, সুমধুর ভাসনাদি দ্বারা ঐ সকল পুরুষের মন ও ইন্দ্রিয় সকল আকৃষ্ট লেও তাহাতে তাহাদের মুক্তার্থ ইচ্ছা না থাকিলেও আমার ভক্তি স্বয়ং তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে; জননী এরূপ মুক্তিতে বিভূতি আদি অধিক আছে। এই প্রকার মুক্ত পুরুষ অবিদ্যা নিবৃত্তির পর আমার মায়াদ্বারা বিরাজিত সত্যলোকাদিগত ভোগ সম্পত্তি এবং ভক্তির পশ্চাৎ উপস্থিত অনিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য তথা ভাগবতের শ্রী (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠস্থ যাষ্টনামিনী সম্পত্তি) ও ব্রহ্মানন্দ সুখ। এই সকল সুখ ভোগ যদিও স্পৃহা না করে, তত্রাপি বৈকুণ্ঠলোকে উপস্থিত হইলে অনায়াসে তাহা প্রাপ্তি হয়। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগম্য ধাম বিশেষ যে আত্মা তিনিই পুরুষ, সেই পুরুষ অনাদি। এবং প্রকৃতি হইতে ভিন্ন (অর্থাৎ গুণ রহিত ও নির্গুণ)। তিনিই স্বয়ং প্রকাশ পান, এই বিশ্ব তাহার সহিত সমন্বিত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাৎপর্য্য আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি, ভেদে প্রকৃতি দুই প্রকার, তন্মধ্যে আবরণ শক্তি দ্বারা জীবের উপাধিস্বরূপ হইয়া ঐ প্রকৃতি অবিদ্যা রূপা হয়েন, এবং বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা মায়ারূপে পরমেশ্বরী বলিয়া কথিতা হন। অপর জীব ও ঈশ্বর ভেদে পুরুষও দুই প্রকার হয়েন, তন্মধ্যে যিনি প্রকৃতিতে মুগ্ধ হইয়া সংসার ভোগ করেন তিনি জীব, আর প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া তদ্দারা যিনি সৃষ্ট্যাদি করেন তিনি পরমেশ্বর।

৫০। যিনি সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ সেই ভগবান বিষ্ণুই সারাৎসার পদার্থ। আমি ব্রহ্ম স্বরূপ এইরূপ জ্ঞান জন্মিলেই সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ হয়।

ব্রহ্ম দুই প্রকার, শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম। বিদ্যাও দ্বিবিধ, পরা ও অপরা। ঋগ্‌বেদাদি শব্দব্রহ্ম, অগ্নিপ্রক্ত, ও অগ্নিহরণ সর্ব্বব্রহ্ম তদ্ভিন্ন কালাগ্নি-রূপ জ্যোতি স্বরূপ বিষ্ণুই পরব্রহ্ম। পুরাণ শ্রবণে ভক্তি ও মুক্তি ও পরম সুখ সংঘটিত হয়। সৎ কর্ম্ম বেগধারী কালাগ্নি, রুদ্ররূপি বিষ্ণুই, ব্রহ্মবেদ পুরাণই বিদ্যাসার; বিদ্যা দুই প্রকার, পরা ও অপরা। সঙ্গ সাঙ্গ বেদচতুষ্টয় (ইহার নামও পুরান) ইত্যাদির নাম অপরা বিদ্যা, আর যাহাদ্বারা অদৃশ্য অগ্রাহ্য ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় তাহাই পরা বিদ্যা। নিত্য জ্ঞানময় কারণ রূপি পুরুষোত্তম জগদীশ্বর হরি। (প্রমাণ অগ্নিপুরাণ)।

৫১। পরমাত্মা জগদীশ্বর চক্রপানিকে প্রণাম করিয়া বলিতেছি, যিনি ব্যক্ত অব্যক্ত সৎ অসৎ স্থূল সূক্ষ্ম ও জ্ঞান অজ্ঞান রূপে বিরাজমান যিনি নিত্য নিত্য জ্ঞানরাজি নির্ব্বিকার চৈতন্যময়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ছয়টী ভীষণ তরঙ্গ যাহাকে আক্রমণ করিতে পারেনা, যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী হইয়াও উদাসীন, সেই কালরূপী বিশ্ব ব্যাপক জগন্নিবাস বিশ্বরূপ ঈশ্বরকে প্রণাম। বেদবেদাঙ্গবেত্তা যোগীগণ যাহাকে চিন্তা করেন, সেই হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত পরম জ্যোতির্ম্ময়কে প্রণাম করি।—লোক পিতামহ ব্রহ্মা তাহার আরাধনা করিয়া তৎফল এই সুরাসুর নর প্রভৃতি যাবতীয় প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রমাণ কালীকা পুরাণ, মহর্ষি মার্কাণ্ড ইহাই বলিয়াছেন)

৫২। সর্ব্ব ভুতাত্মক পরমাত্মা গোবিন্দের মিত্র অমিত্রের কথা কোথা হইতে হইবে। ভগবান বিষ্ণু অন্যেতে ও আমাতে বিদ্যমান যে খানে, সেখানেই ইনি আমার মিত্র, পৃথক শত্রু আবার কোথায়? অজ্ঞানত্ব অবি-দ্যাতে বিদ্যা বুদ্ধিযুক্ত বালক কি খাদ্যোৎকে অগ্নি জ্ঞান করে না; পুরুষের ভাগ্যই উন্নতির কারণ, উদ্যম নহে; যাহা ভবিতব্য সেই পরিমান মনুষ্য ধন ও রাজ্যাদি লাভ করে; উদ্যমে কিছুই হয় না। যে ব্যক্তি

হউী লক্ষী বা নির্ব্বান ইচ্ছা করে তাহার পুণ্য কর্ম্ম বা সমতার জন্ত যত্ন করা উচিত। দেব মনুষ্যাদি ভিন্ন বলিয়া যাহা বোধ হয়, তাহা সকলেই ভ্রম বা বিষ্ণুমায়া; এক ভগবান বিষ্ণুর রূপই সকল জানিবেন, এইরূপ জানিলে সেই ভগবান অনাদি অচ্যুত পরমেশ্বর বিষ্ণু তাহার উপর প্রসন্ন হন, তিনি প্রসন্ন হইলে ক্লেশ ক্ষয় হয়। হরিকে সর্ব্বভূতময় জানিয়া সত্যভূতের প্রতি অব্যাভিচারিণী ভক্তি করা পণ্ডিতদিগের কর্ত্তব্য এবং হরিকে এইরূপ ভক্তের সর্ব্বদা চিন্তা করা উচিত।

৫৩। মহর্ষি ভগবান কপিল বলিয়াছেন, অখিলাত্মা ভগবানেতে ভক্তিযোগ ব্যতিত শুভদায়ক পথ আর নাই। গ্রন্থকার বলিতেছে যথা-- সেই ভক্তি কি পদার্থ? (অর্থাৎ ভগবানেতে চিত্তের আসক্তি বা মমতা ইহারই নাম ভক্তি। শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণুস্মরণং পাদসেবনং অর্চ্চনং বন্দন দাস্ত সখ্য আপ্ত নিবেদনং এই নববিধা ভক্তি শ্রীমদ্ভাগবতে ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ আছে, এই নববিধা ভক্তি যেমন দুগ্ধের সারাংশ ঘৃত, তেমনি কর্ম্ম জ্ঞানের সারাংশ ভক্তি বলিতে হইবে; আয়ুর্ব্বেদের বস্তু বিচারে লিখে ঘৃতের গুণ ত্রিদোষ নাশক; সেই প্রকার ভক্তির গুণ সত্ব রজ তমঃ এই ত্রিগুণ নাশক, এই ত্রিগুণের নাম বিষ্ণুমায়া বা ভ্রম, এই ত্রিগুণের দ্বারায় সংসার বন্ধন হইয়া থাকে। মাতৃগর্ভে বারম্বার যাতায়াতের নামই সংসার বন্ধন বা নরক ভোগ; ভগবানেতে উপরের লিখিত একটী ভক্তি পথ অবলম্বন করিলেই ভক্ত মানবগণ উদ্ধার হইয়া বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করেন। আর সংসারে আইসেন না। ভগবানকে পরমেশ্বর বোধে প্রণাম করাকেও ভক্তি কহে, এখনও প্রচলিত আছে। লোকে বলে যে ঠাকুরকে ভক্তি দিয়া আসি, এই জন্য প্রণামকেও ভক্তি কহে। ভক্তির ন্যায় সারবান বস্তু আর জগতে কিছুই নাই। সাঙ্খ্য দর্শন প্রচারক ভগবান মহর্ষি কপিল দেব ভক্তিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, এবং ব্যাস দেব প্রভৃতি

অনেক মহর্ষিগণ নানারূপ শাস্ত্রে এই ভক্তিরই প্রাধান্যতা সংস্থাপন করিয়াছেন। অতএব যে মানব ভক্তি পথ অবলম্বন করিয়া ভগবানকে ভজনা করেন তাহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবৎ ভক্ত। মহর্ষি অষ্টাবক্র বলিয়াছেন যে, হে রাজর্ষি জনক বিষয় বিষবৎ ত্যাজ্য (অর্থাৎ বিষয়ীর কিছুই হয় না) কাম লোভ যে সকল মল (অর্থাৎ পাপ) তাহাই ত্যাগ করতঃ আমিই ভগবান বা আত্মা বা বিষ্ণু ইত্যাকার বোধের নাম আত্মবোধ বা ব্রহ্মজ্ঞান। প্রিয় বোধে লোকের ফলানুসন্ধান রহিত নিরন্তর ভক্তি আত্মার প্রতি হইলেই জীব মুক্ত হয়, ইহা ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন। পুলহ পৌলস্ত ক্রতু মরিচি অঙ্গিরা ভৃগু বশিষ্ঠ এই সপ্ত ঋষি বলিয়াছেন :— ভগবান বিষ্ণুকে স্থাবর জঙ্গম সাকার নিরাকার সর্ব্বপদার্থ বলিয়া বোধ করিলে সে ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করে বিষ্ণু সর্ব্বপদার্থ হইলে উহার মধ্যে আমিও একজন কাজেই আমিও বিষ্ণু ; ইহা ধ্রুব রাজর্ষিকে ঐ সপ্ত মহর্ষি মহাত্মারা বলিয়াছিলেন। (প্রমাণ কাশীখণ্ড ও বিষ্ণুপুরাণ) ইহারই নাম প্রকৃত জ্ঞান বা আপ্ততত্ত্ব। কিন্তু বিষয়ে নির্লিপ্ত ভাব হওয়া চাই অগ্নিপুরাণ হইতে উদ্ধৃত মহাপুরাণ অগ্নিপুরাণে অগ্নিদেব বলিয়াছেন যথা—বেদ বলিয়াছেন ভগবান অদৃশ্য অগ্রাহ্য নিরাকার যাহা দর্শন হয় না ও কোন প্রকারে গ্রাহ্য হয় না তাহাকেই নিরাকার ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ভগবান যখন গ্রাহ্য নন, দৃশ্য নন, অচিন্ত্য পদার্থ তখন তাহাকে সাকার নিরাকার বলাও বেদ ইত্যাদি সর্ব্বশাস্ত্রে কল্পনা মাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভগবান মন ও বাক্যের অনুমেয় মাত্র কিন্তু মন ও বচনের গোচর নহেন। শ্রীমৎ ভাগবৎ গ্রন্থে লিখা আছে তাহা হইলেও ভগবান সাকার কি নিরাকার তাহার নিশ্চয় জানা যাইতে পারে না ; কারণ যাহা মন ও বাক্যের গোচর নহে তাহার ঠীকানা কিছুতেই হইতে পারে না। কেবল বেদ চকিত ভাবে বলিয়াছেন ভগবানের অস্তিত্ব আছে। কর্ত্তা

না হইলে কার্য্য হয় না অর্থাৎ বিনা কারণে কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। যেমন কুম্ভকার না হইলে চিত্র বিচিত্র ঘট প্রস্তুত ও চিত্রকর না হইলে চিত্র বিচিত্র পট্ট আপনি হয় না, সেই প্রকার এই বিশ্বের সৃষ্টি ভগবান ভিন্ন হইতে পারে না। এই বিশ্বের আদিতে ভগবান ছিলেন তদ্দারায় এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। এই অনুমান করিতে হইবে। বিশেষ ভগবান অজর অমর সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ; এই জন্য বলিতে হইবে যে এই বিশ্ব যে সময় থাকিবে না; সেই সময় ভগবান নিরাকার বা সাকার বা অন্য কিছুই হউন তিনি অধ্বংসী পদার্থ ও আদি পুরুষ। শ্রীমৎ ভাগবতে লিখে ভগবান বিষ্ণু সৃষ্টির আদিতে ও ছিলেন পরে ও থাকেন; এই জন্য তাঁহার নাম আদিপুরুষ। বিশেষ অধিক পুথিতে দেখা যায় ভগবানের সংকল্প করিবার ও কার্য্য করিবার শক্তি আছে। সেই জন্য তাহার মন আছে অবশ্যই বলিতে হইবে। কার্য্যাদি করিবার শক্তি থাকিলেই ভগবানকে সাকার কারণ নির্গুণ নিরাকার সত্যকাল শূন্যাদিতে মন থাকা ও শক্তি থাকা অসম্ভব, সাকার পদার্থ দেহ, ঐ দেহেই শক্তি ও মন বাস করে। ভগবানের দেহ ও মন না হইলে সৃষ্টাদি কার্য্য নিরাকার দ্বারা হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। ইহার প্রমাণে বেদান্ত বলিয়াছেন ভগবানের নিশ্বাস বায়ুর দ্বারাই প্রথমতঃ বেদের সৃষ্টি হইয়াছে, বেদের অন্তভাগের নামই বেদান্ত। এইটি একটি বড় প্রমাণ দিতেছি কারণ বেদ নিত্য ও আদিশাস্ত্র ইহা হইতেই আর্য্যজাতির সকল শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এমত অবস্থায় ভগবানের নাসিকা বা শ্বাস প্রশ্বাস চলার কোন অবয়ব আছে স্বীকার করিতে হইবে; তাহা হইলে ভগবানকে সাকারই বলিতে হইবে; বিশেষতঃ ভগবান পুরুষ। এই জগৎ সৃষ্টি তাহার খেলা মাত্র ইহাও কেহ কেহ বলেন। খেলা করিতেও মনের আর হস্ত পদাদির আবশ্যক

ইহাতেও ভগবানকে সাকার বুঝায়; কাজেই তাহাকে সাকার নিরাকার বলা কল্পনা মাত্র, তিনি যে কি পদার্থ তাহা ঠিক করা সুকঠিন এই জন্য নানা দেশে নানা প্রকার শাস্ত্র হইয়াছে। ভগবান কোন দিন নির্ণয় হন নাই, এখনও কেহ নির্ণয় করিতে পারে না, ভবিষ্যতেও কেহ নির্ণয় করিতে পারিবেন না; কারণ ভগবান অচিন্ত্য পদার্থ; আমরা ও শাস্ত্র কারেরা যে তাহাকে জানিতে চাই, ইহাতেই আমরা ধন্য ও শাস্ত্র কারেরা ধন্য। আমরা মনুষ্য সকল জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জন্তু, আমাদের সর্ব্বদা ভগবানকে জানিবার চেষ্টা করা উচিত। ভগবান অব্যক্ত অচিন্ত্য ইহা বেদ ইত্যাদি শাস্ত্রে বলেন, এমত স্থলে অচিন্ত্য পদার্থকে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা নিষ্ফল বলিলেও ফল আছে বলিতে হইবে, কারণ ভগবানের অস্তিত্ব আছে এজন্য তাহাকে নির্ণয় করার চেষ্টাই মহাতপস্যা বা মহাফল। অতএব যখন চকিত ভাবে তাহার অস্তিত্ব বেদ স্বীকার করিয়াছেন ও আমরাও নানা গ্রন্থে দেখিতেছি, যুক্তি ও অনুমান দ্বারা বুঝিতে পারি যে ভগবানই সৃষ্টির আদি কর্ত্তা এবং অনাদি পুরুষ এবং বিষ্ণুবিজ্ঞানবিদ মহর্ষিরা ভগবানকে সর্ব্বপদার্থ বলিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে তাঁহাকে স্থাবর জঙ্গম আদি সাকার নিরাকার সর্ব্বপদার্থ বলিলে তাহাকেই নির্ণয় করা হইল, অর্থাৎ তাহাকে নিগুর্ণ স্বগুণ দৃশ্য অদৃশ্য সমুহ পদার্থ বলিলে ইহার মধ্যে তিনি একটি অবশ্যই হইবেন।

তাহা হইলেই ভগবানকে নির্ণয় করা হইল। মহর্ষিরা ভগবানকে সর্ব্বপদার্থ বলার এইটি মহৎ উদ্দেশ্য নিশ্চয় বলিতে হইবে। বিশেষতঃ আমাদের মন বুদ্ধি ইত্যাদি যাহা আছে তাহার দ্বারা যদি ভগবানকে জানার চেষ্টা না করিতে পারিলাম, তবে পেট ভরিয়া খাইয়া থাল ভরিয়া মলত্যাগ পশুর মত করিয়া আমাদের ফল কি আছে? বিশেষ

যে ভগবানকে জানার চেষ্টা না করে তাহার শরীর ধারণ করা ও শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করা কর্ম্মকারের ভস্ত্রার ন্যায় বৃথা বলিতে হইবে। অতএব আমাদিগের ভগবানকে জানার জন্য ভগবানের চিন্তা করা, ধ্যানকরা, ধারণা করা, নাম কীর্ত্তন করা, ও পূজা করা, আমরা মনুষ্য শ্রেষ্ট জন্তু, আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য; এই জন্য বৈষ্ণবেরা ভগবানের নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন ও ধ্যান, ধারণা ও সেবা পূজা ইত্যাদি কার্য্য সর্ব্বদা করিবেন। ইহাতে পরম মঙ্গল সংঘটিত হইয়া থাকে। গ্রন্থকার পুনর্ব্বার বলিতেছে, ভগবানকে যুক্তি ও অনুমানের দ্বারা সাকারই বোধ হয়; ভগবানের ইচ্ছায় বা সঙ্কল্পে সৃষ্টি হওয়া অনেক জাতিতে স্বীকার করেন। ইচ্ছা মন হইতে উৎপন্ন হয়। কোন কোন গ্রন্থে বলে ঈশ্বরের মন নাই এ কথা যুক্তি বিরুদ্ধ। মন বায়ুর ন্যায় সাকার পদার্থ। বায়ুকে দেখা যায় না, তদ্দ্বারা নৌকার পাল ইত্যাদি চালিত হয় ও স্পর্শ জ্ঞান হয়। তদ্রূপ মন সাকার পদার্থ, তদ্দ্বারায় সকল অনুমান করা যায় ও জানা যায়। বিশেষ মন না হইলে সংকল্প বা কিছুই জানা বা অনুমান হয় না; ঐ মন ঈশ্বরের না থাকিলে কোনও কার্য্যই হইতে পারে না। অবশ্যই ঈশ্বরের মন আছে। ঈশ্বর সাকার নিরাকার বা আর কিছু থাকিলে তিনি সর্ব্বপদার্থ, ইহাই আত্মতত্ত্ব বা তত্ত্বজ্ঞান। আমাদেরও ইহা বিশ্বাস করাই একান্ত কর্ত্তব্য, কারণ বেদ বলিয়াছেন যথা "একমেবাদ্বিতীয়ং" এক ব্রহ্মই সমস্ত পদার্থ।

রাগিনী ললিত তাল আড়া ঠেকা।

১। অদৃষ্ট অগ্রাহ্য ব্রহ্ম দয়াকর দয়াময়। ভক্তজন প্রেমানন্দে সদা তোমায় ধেয়ায়। তুমি হে সর্ব্ব জীবন সৃষ্টি স্থিনি লয় কারণ হরি হর বিরিঞ্চি গঙ্গাধর বহু শাস্ত্রে কয়। অপার তব মহিমা, উপনিষদে নাই সীমা গোবিন্দ কেলীরে কৃপা কর এবার কৃপাময়

রাগিনী ললিত তাল আড়াঠেকা।

২। জীবে ব্রহ্মে নাহি ভেদ সাধ্য শাস্ত্রে এই কয়। মায়া আবরণ হেতু পৃথক পৃথক বোধ হয়। আত্মারাম হয় জিনি, সেই আত্মা হই আমি কর্ম্মফল ভোগ হেতু যাতায়াত হয় নিশ্চয়। গোবিন্দ কেলী বলে ইহা জানিতে পারিলে ঘটাকাশ জীব ব্রহ্ম মহাকাশে লয় হয়।

৩। সুনহে অনন্ত তব অন্ত নাহি জানি হরি। আদি মধ্য অন্ত তব নাহি জানে ত্রিপুরারী। তুমি হে পুরুষ প্রধান, তব নাম কাল মহাণ, জীবে তুমি কর ত্রাণ। বনে মুনীগণ বিচারি। গেবিন্দ কেলী বলে, ধরি তব পদ তলে, উদ্ধার হে দাস বলে, যেন না হই হে সংসারী।

৪। হরি তব শ্রীচরণ, করিবে স্মরণ, গিছে কত জন, ভব পারে। তারা এলো নাহে আর, হয়েছে উদ্ধার, পরম ধামে তারা আনন্দ বিহরে। আমার কপাল মন্দ, না হলে গোবিন্দ, বেঁধে রাখ কেন মায়ার ডোরে। করাও বিষয়তে মত্ত, ভুলাও আপ্ত তত্ত্ব। গেল যে মহত্ত থাকি সংসারে। জানি জানি হরি তব বেবহার, ভক্তে দুঃখ তুমি দেও হে অপার। অম্বরিশ পৃথুরাজা সাক্ষি তার। বড় দুঃখ দিলে ধ্রুব প্রহ্লাদেরে। এই ভক্তে দুঃখার হরি দিওনা দিওনা। যাতায়াত যন্ত্রনা সহে না সহে না। গবিন্দ কেলীকে ত্যেগনা ত্যেগনা। পরম ধামে রাখ এই দাসেরে।

৫। আর না দেখি উপায়। হরি তোমারিবনে হে। তব শ্রীচরণ না করি স্মরণ। বৃথা দিন বহে যায়। আমি হে পতিত ঘোর পাপাশয় এই পতিতে উদ্ধার কর দয়াময়। কর পাতক বারণ। ওহে নারায়ণ। কৃপা কর কৃপাময়। গোবিন্দ কেলী। বলে তোমায় ডাকি! এই ভব বন্ধন মোচনের দায়। কর বন্ধন মোচন, নন্দ নন্দন। ধরি হে তব দ পায়।

৬। হরি তব চরণ জাগে মন ভ্রমর মধু জাগে মত্ত হয়েছে হরে। গুণ গুণ স্বরে। তবগুণ স্বরে ঐ পথ পরে। আনন্দে বিহরে। মমজিহ্বা বারে বারে। বলে হরে। নয়ন তব বয়ান সদা হেরে। কর্ণ শুনে—সদা তব গুণ কীর্ত্তণ। মস্তক প্রণাম করে হে তোমারে। গোবিন্দ কেলীর প্রার্থনা হরে। লও কামার দেখী পরম ধাম পরে কর মম বাঞ্ছা পূর্ণ। হরে পূর্ণব্রহ্ম। না আসিয়ার দেতো এসংসারে।

৭। রূপ মন হরে হরে। সংসার বন্ধন হবে নিবারণ। ডাক তারে ভক্তি ভরে। এবার হইবে নিষ্কাম। করি হরি নাম, যাব পরমধাম, বলি তোরে ঐ পরম ধামে গিয়া দাস হইবে। সেবিব হরির চরণ করে গবিন্দ কেলীর যাবে কুন্তভাব। তথা গেলে হবে নির্ম্মল স্বভাব। গুরুর প্রভাবে সর্ব্ব দুঃখ জাবে। যুগলরূপ হেরী নয়ন ভরে।

৮। জপ জপ মন হরি নাম। হরি স্বয়ং ভগবান, ভক্ত তার প্রাণ, এই ভক্তে করিবেন ত্রান্। হরে কৃষ্ণ রাম, সিদ্ধ হবে মনস্কাম। গবিন্দ কেলীর এই মনস্কাম, মৃত্যুকালে যেন জপি হরি নাম। স্বজ্ঞানেতে মরি, বলি কৃষ্ণ হরি, চলি যাব পরমধাম।

৯। হরি তোমারে কি বর্ণিব। নাই উপমারী স্থান, তুমি স্বয়ং ভগবান কর ত্রাণ কেশব। মম হৃদিপদ্ম পরি, দাঁড়াও হে মুরারী, মানস উপচারে পুজিব। তব পদ হেরী, জনম সফল করি, মাতৃগর্ভে আর না আসিব। গবিন্দ কেলী বলে ওহে হরি, চলি যাব এবার পরম ধাম পরি। তথা তব দাস হইয়ে চরণ সেবিয়ে যুগলরূপ নয়নে হেরিব।

১০। হরি কবে হে দয়া হইবে। দিয়ে শ্রীচরণ এভব বন্ধন করে নিবারণ করিবে। মম হৃদিপদ্ম পরি, ত্রিভঙ্গিমা হয়ে, কবে বল তুমি দাঁড়াবে। বামে দাঁড়াবে কিশরী যেমন বিজলী হরি নবঘনে শোভা করিবে। ঐরূপ হেরি গবিন্দ কেলী, প্রেমানন্দে কবে ভাসিবে। পাইবে নাচিবে কাঁদিবে হাসীবে, হরি হরি বলে কবে ক্ষেপীবে।

১১। হরি তোমারে আমি পুষিব। এই হৃদয় পিঞ্জরে তোমায় বন্ধ করে, অতি সমাদরে পোষিব। বল হরে কৃষ্ণ, হরে রাধা কৃষ্ণ, হরে ত্রিকালে এই নাম পড়াব, বল হরে রাম রাম, ওহে আত্মারাম, আত্মারাম তোমায় ডাকিব, গোবিন্দ কেলী বলে, হরি যবে এই হৃদয় পিঞ্জরে, তুমি নাচিবে, তখন চরণ নূপুর বলিবে মধুর, হরি প্রেমানন্দে ভাসিব।

১২। হরি এই শুন মম প্রার্থনা, এই হৃদি পদ্মে দাও যুগল চরণ, মন দিয়া করি অর্চ্চনা, অন্তরে বাহিরে সদা তোমায় হেরি, পাপ পরিহরি বলি হরি হরি, বৃত্তি আর ধন করি হে বর্জ্জন, মনে এবার যেন আর আসিনা। তুমি অদৃশ্য অগ্রাহ্য বেদে করে ধার্য্য, দেখি তব কার্য্য বলে সব আর্য্য, তুমি পরাৎপর পরম ঈশ্বর গোবিন্দ কেলীরে করোনা বঞ্চনা।

১৩। হরি মম এই নিবেদন, মৃত্যুকালে যেন তব শ্রীচরণ, হৃদি পদ্মে পাই দরশন। তুমি জগৎ আঁধার হও হে শ্রীকান্ত, নাহি জানি তব আদি মধ্য অন্ত, বেদেরই সিদ্ধান্ত, তুমি হে অনন্ত অব্যক্ত অচিন্ত বিভূ কর ত্রাণ। যাতায়াত আর সহে না, বার বার ভবার্ণবে, এবার কর হরি পার, দিয়ে চরণতরী পার কর হরি, গোবিন্দ কেলীর আরাধ্য ধন।

১৪। আমার এই প্রার্থনা শুন হরি, তব চরণ সরোজে মধুকর হয়ে নিত্য মধু পান করি, ওহে অজর অমর বিভু পরাৎপর সৃষ্টি স্থিতি লয়-কারী, হরি তব নাম কীর্ত্তন অমূল্য রতন, লাভ যেন অন্তে করি। গোবিন্দ কেলীর প্রার্থনা, পূর্ণ কর হে পূর্ণ ব্রহ্মহরি—ওহে আমি তব ভক্ত, কর পাপে মুক্ত দয়াময় দয়া করি।

১৫। হরি বৃথা যায় মম দিন। না করিয়ে তব চরণ স্মরণ, অর্চ্চন, বন্দন, ধ্যান, তুমি পরাৎপর পরম ঈশ্বর, পরমাত্মা পরব্রহ্ম পরাত্মন। তব

গুণ অপার, বর্ণে সাধ্য কার, কর আমায় পাঁর বিভু সনাতন, গোবিন্দ কেলী বলে শুন হরি লয়ে যাও আমায় পরমধাম পরি, তথা তব দাস হব তোমারে সেবিব, ভবে না আসিব কখন।

১৬। বল বল হরি, জীব চল চল ব্রজধামে, তবে করিবেন হরি ত্রাণ, শমন শাসন ব্রজেতে হৈলে মরণ, পরম ধামে হবে গমন, জনম মরণ হবে বারণ, পরম ধাম গমন গুণে, ব্রহ্মা যারে না পায় ধ্যানে, তার বাস ঐ বৃন্দাবনে মুক্ত হবে রজের গুণে গোবিন্দ কেলী ভনে।

১৭। পাপ রোগের ঔষধ হরিণাম। জপ অবিশ্রাম। এই ঔষধী ত্রেতা হরে জীবের পুরায় মনস্কাম বল হরে কৃষ্ণ হরে, রাধা কৃষ্ণ হরে হরে, এই হরিণাম করিলে পরে কল্প কাণ্ডের কিবা কাম, গোবিন্দ কেলী বলে, হরি নাম কির্ত্তনের বলে, দেহত্যাগী তবে হ'লে, চলি যাব পরম ধাম।

১৮। কে করিবে পার মোরে, দয়াময় হরি, বিনে বল হরে ভক্তি ভরে, মন তুমি সযতনে হরি দিয়ে চরণ তরী, পার করিবে ত্বরা করি, শক্ত করে ধর তরা, কি করিবে পাপ তুফানে। গোবিন্দ কেলী বলে ডাক সদা হরি বলে, তবে ছোবেনা আর কালে যাব হরি সন্নিধানে।

১৯। বিষ্ণু পাদোদ্ভবে গঙ্গে মা গতি দায়িণী। ত্রিতাপ বারিণী জহ্নু-নন্দিনী, পাতালতে ভোগবতী, মর্ত্তে তুমি ভাগীরথি, স্বর্গে মন্দাকিনী তুমি শিব শিরস্থিনী। গোবিন্দ কেলী কয়, অন্তে যেন দয়া হয়, তব জলে ভাসে কায়, খায় গৃধিনী শকুনী।

২০। ক্ষিরোদ সমুদ্র কন্যা মা ব্রহ্ম-রূপিণী, সম্পদ দায়িণী দুঃখ হারিণী, যারে তব দয়া হয়, সে কোটী হস্তীশ্বর হয়, সম্পদে সে মত্ত রয় দিবস আর জামিনী—গোবিন্দ কেলা বলে সম্পদ চায় মা মা তোর ছেলে, অন্তঃকালে স্মরি যেন নারায়ণঃ নারায়ণী।

২১। মম মাতা, বেদমাতা, সাবিত্রী গতি দায়িনী, গায়িত্রী স্বরূপা, তুমি ওমা ব্রহ্মার ঘরণী, তুমি জল, তুমি স্থল, অন্তরীক্ষ ভূত সকল, তুমি ব্রহ্ম-শক্তি মহাবল, তুমি সিদ্ধি প্রদায়িণী, গোবিন্দ কেলী বলে জন্মেছি মা দ্বিজকুলে, দ্বিজেরী পরমারাধ্যা তুমি ব্রহ্মরূপিণী।

২২। আহ্লাদিনী শক্তি রাধা পরমা প্রকৃতি, কৃষ্ণ বাম অঙ্গ আধা তাইতে খ্যাতি রাধা—যে জন রাধা রাধা স্মরে, চলে যায় সে ভব পারে। আর আসেনা এ সংসারে, গোলকে করে বসতি, গোবিন্দ কেলী বলে মরি যেন রাধে বলে, মৃত্যুকালে হৃদকমলে যুগলরূপ করে স্থিতি।

২৩। মা! শিবে কবে হবে দেহ অবসান, কবে লোভিব শিবের প্রিয় মহাশ্মশান, মহা শ্মশানের নাম কাশী, কেউ বলে আনন্দ ধাম অই বারাণশী ক্ষেত্রে কবে ত্যাজিব পরাণ, গোবিন্দ কেলী বলে ও বিমুক্ত ক্ষেত্র স্থলে, কবে শিব কর্ণমূলে বল্‌বে তারক নাম।

২৪। শুন মা ভারতী মাতা মম এই নিবেদন, জননী করগো এই পুত্রে কৃপা বিতরণ, তুমি বাণী বিনাপাণি বৈকুণ্ঠ স্বরগ গৃহিণী, ধেয়ায় তোমায় যোগী মুণী জ্ঞান লাভেরী কারণ। গোবিন্দ কেলী বলে পুত্রেরে লইয়া কোলে, মাতৃ-ভাষা শিখাও আর করাও হরিনাম কির্ত্তন।

২৫। হরি আমার কি হইবে। আর কত ঘুরিব ভবে, তুমি হে অনন্ত, তব কেবা জানে অন্ত, অন্ত নাহি জানে তব বেদ আর বেদান্ত, তুমি ভারতির কান্ত, ওহে তুমি লক্ষীকান্ত, কৃতান্ত ভয়ে ত্রাণ করিতেই হবে, বিশ্ব উৎপাদক তুমি বিশ্বেশ্বরী, বিশ্বেরই পালক তুমি বিশ্বেশ্বরী। আঁধার তুমি স্বয়ং ভগবান হরি, কর মোরে ত্রাণ, এই অধম ভক্তরে পার করিতেই হবে। গোবিন্দ কেলী বলে তুমি পরাৎপর, পরমাত্মা হও তুমি পরম ঈশ্বর, মম এই নিবেদন শুন ওহে নারায়ন, শ্রীচরণে স্থান দান করিতেই হবে।

২৬। দিন গেল হরি বল মন বলি হে তোমায়। মৃত্যুকালে হরি বলো যাবে হে যমেরি ভয়, কর হরিগুণ গান, কর হরি নাম শ্রবণ. হরি ভক্তি অমূল্য ধন. কর তাই সঞ্চয়—গোবিন্দ কেলী বলে বিষয় ত্যাগী মিথ্যা বলে, হরি নাম কির্ত্তনের বলে, জীব পরম ধামে যায়। হরি এই নিবেদন. শুন নারায়ণ. ভরসা এবার চরণ তোমার। আমি বড়ই অধম, অধম তারণ, হরি নাম নিয়ে এবার, হব ভবপার। তুমি অনাদি অনন্ত, বেদ আর বেদান্ত, না পায় তব অন্ত, বর্ণিব কি আর। আমার কর সর্ব্বসান্ত, তাহেও নহি ক্ষান্ত, ভজি রাধাকান্ত হইব উদ্ধার গোবিন্দ কেলী বলে পুনর্ব্বার, হরি নামের জোরে এবার হয়ে যাও পার. কার সাধ্য গতি রোধ করে, আমার হরি, আমি হরিদাস, ভয় করি কার।

২৭। উঠরে গোপাল ভোর হয়েছে, যশোদা ডাকিছে গোপাল রে। গাভীগণ সব করে হাম্বারব, নাচিছে খঞ্জন অঙ্গনোপরে, কেকারব করি ডাকিছে ময়ূরী ময়ূর, নাচিছে পেকম ধরে। ব্রজবাসী সব করে কলরব কোকিল ডাকিছে পঞ্চম স্বরে, গোবিন্দ কেলী বলে বলিহারী যশোদার। প্রেমভক্তি বর্ণিবারে নারি—স্বয়ং ভগবান. যার হয় সন্তান. তার ন্যায় ভাগ্যবতী কে আর সংসারে।

২৮। বলিছে নন্দ, যাগরে গোবিন্দ, বিলম্ব আর কেন কাজে। উঠি নিলমনী, খাওরে নবনী, চল যাই গোষ্ঠ মাঝে। উদয় হয় ভানু উদয়াচলে রে— জবাকুসুম প্রায় উঠি দেখরে। কোকিল হুঙ্কারে। ভ্রমর ঝঙ্কারে বনে সিঙ্গা ডুমুর বাজে। গোবিন্দ কেলী বলিছে আবার, নন্দের মত ভাগ্য না দেখি কাহার। যিনি সর্ব্ব জীবের পিতা, নন্দ হয় তারী পিতা, ধন্য নন্দ ব্রজ মাঝে।

২৯। বলিছে ছিদাম, দাম বসুদাম। এসেছি ভাই মোরা তোমায় নিতে। উঠ নিলমনী, লওরে পাচুনী। গাভী বৎস সব চরাইতে। মাতু

ক্রোড় ছাড়ি। ধড়া চূড়া পরি, লও ভাই বেণু বাজাইতে। বহু রাখালগণ লইয়ে গোধন। পিছে গোষ্ঠে আমাদের অগ্রেতে। তোরে স্কন্ধে করি লবরে মুরারী। মগ্ন হব মোরা সব গোষ্ঠেতে—করি বৃষ রব। ডাকিব যে সব, নাচিব গাইব আর বনেতে। গোবিন্দ কেলী বলে. সখ্য ভাবে বনফুলে সবে কৃষ্ণ সাজাইবে। দিয়া করতালি সিংঙ্গা বাজাইবে। বলরামকে লবে সাথে।

৩০। ভগবান যে স্বাকার তাহার প্রমাণ এই প্রজাপতি সৃষ্টি হইয়া বিষ্ণুর নাভি কমলে বহুদিন ঘুরিয়াও সৃষ্টি করিতে সক্ষম না হওয়ায় ভগবান বেণুনাদ দ্বারায় আকাশে অদৃশ্য ভাবে থাকিয়াও গায়ত্রী মন্ত্র পিতামহকে আদেশ করেন। পিতামহ ব্রহ্মা সেই মন্ত্র বহুকাল জপ করিয়া সৃষ্টি কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন। সেই মন্ত্র সৃষ্টিধর আপনি পুত্র ভৃগু দক্ষ কশ্যপ প্রভৃতিকে দেন, তাহারাও আপন আপন পুত্রগণকে প্রথম ঐ মন্ত্রে দিক্ষীত করেন। এখনও ঐ মহাত্মা প্রজাপতীগণের পুত্র ব্রাহ্মণেরা অগ্রে ঐ গায়ত্রী মন্ত্রে দিক্ষীত হওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। ইহার প্রমাণ ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থে দেখুন। আকাশে থাকিয়া বেণুনাদ দ্বারা গায়ত্রী মন্ত্র ব্রহ্মাকে দেওয়া প্রমাণ হওয়াতে ভগবান যে স্বাকার তাহা অবধারিত হইতেছে। কারণ দেওয়া বা নেওয়ার ক্ষমতা স্বাকার ব্রহ্মার ভিন্ন নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মাতে হইতে পারে না।

কোন সময় দেবরাজ ইন্দ্র ও পবনদেব ও তত্র বড় শক্তিবান বলিয়া অতিশয় গর্ব্বীত হইয়া ছিলেন। অন্তর্জামী ভগবান জানিতে পারিয়া দেবছত্রর গর্ব্ব খর্ব্ব করা নিমিত্ত দেবছত্রের নিকট আকাশে প্রকাশ হইয়া বলিলেন, আমি এক গাছি তৃণ দিলাম তুমি ইন্দ্র ইহা বজ্রের দ্বারায় ভস্মীভূত কর ও তুমি পবন ইহা চালিত কর এই বলিয়া এক গাছি তৃণ দিলেন, ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা তাহা ভস্মীভূত করিতে পারিলেন না ও পবন

নিজ শক্তি দ্বারা তাহা চালীত করিতে সক্ষম হইলেন না। তথা দেবঋষ বুঝিতে পারিলেন যে সর্ব্ব শক্তিমান ভগবানের শক্তিতেই সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে। তিনি ভিন্ন আমাদের শক্তিতে কোন কার্য্য হয় না। তখন তাহাদের অহঙ্কার দুরীভূত হইল। প্রমাণ ঐ ব্রহ্ম-সংহীতা গ্রন্থ। যখন তৃণ দিলেন ও বাক্য বলিলেন, তখনই ভগবান যে স্বাকার তাহা প্রমাণ হইতেছে। নির্গুণ নিরাকার শূন্য বা কাল বা সত্ব প্রতিতীর বাক্য বলা ও তৃণ দেওয়া যুক্তি দ্বারা স্থির হয় না ; এই জন্যই ভগবানকে যুক্তি এবং অনুমান ও শাস্ত্র দ্বারা স্বাকারই অবধারিত করা হইল। ন্যায়দর্শন বলে।

অনুমানে বোধব্যং নিবিচ্ছোদে নীজিবতি। সেই প্রকার সৃষ্টি কার্য্য অনুমান দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ভগবান আছেন ও তিনি স্বাকার পরমানন্দ বা ব্রহ্মা বা সর্ব্বময় বিষ্ণু।

ঋগ্ বেদেও ভগবানকে বিরাট পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সহস্র পদ প্রভৃতি আছে বলিয়া তাহাকে নিরাকার বলিয়াছেন ; অর্থাৎ যাঁহার আকারের ভিন্ন আকার নাই তাহাকে নিরাকার বলা যায়। সহস্র শিরিষা পুরুষ সহস্রাক্ষ সহস্র পাত, ইত্যাদি প্রমাণ।

গ্রন্থকার বলিতেছেন, যাঁহার পঙ্কজ সদৃশ নয়ন দ্বয়, ইসদ রক্তিমাকার ও যিনি কোটি কোটি কন্দর্প অপেক্ষীয় মোনহর মুর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন এবং যাহার গণ্ডস্থল অতীব শ্লঘনীয়। চঞ্চল মকরাকৃতি কুণ্ডল দ্বয়ে শোভমান ও যাঁহার কামধনু সদৃশ জোড়া-ভ্রুদ্বয় অতীব দর্শন প্রিয়, গোপবধুর মন হরণ করিতেছে ও যাঁহার মৃত মৃহ হাস্য মুখে মুরলির অপূর্ব্ব ধ্বনি শ্রবণে কাম-কটাক্ষে দিগসুন্দরী গোপ বধুরা বার-বধুর ন্যায় বারম্বার মুখশ্রী অবলোকন করিয়া মহানন্দ লাভ করিতেছে। তিনি আমাকে কৃপা করিলে, আমার হৃদয়স্থ সকল কামনাই পূর্ণ হইতে পারে। এ দাস কেবল তাহারই প্রার্থী।

হে কৃষ্ণ! যে দিন আমার নয়ন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গলদশ্রু ধারায় ও শরীর পুলক সমুহে পরিপুর্ণ হইবে, সেই দিন আমি ভক্ত বলিয়া পরিচিত হইব ও কৃষ্ণ আমাকে দয়া করিতেছেন বুঝিতে পারিব। হে কৃষ্ণ! আমি ধন জন বা সুন্দরি কামিনী কিছুই চাই না। কেবল তোমার শ্রীশ্রীচরণাম্বুজে আমার একান্ত ভক্তি সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকুক আমার এই প্রার্থনা।

হে কৃষ্ণ! সেবার নাম ভক্তি; আর তোমার পদলঙ্ঘনের নাম মুক্তি। হে অচ্যুত! দাশত্ব ভিন্ন আমি মুক্তির ইচ্ছা করি না, কেননা মুক্তিতে তুমি ভগবান প্রভু ও আমি দাশ, এভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়; এমন মুক্তি এ ভক্ত চায় না।

হে কৃষ্ণ! আমি উপনিষধ প্রতিপাদ্য নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মনাম শুনিয়াছি। কিন্তু তাহা শ্রীকৃষ্ণ কথারূপ অমৃত হইতে অতিশয় দুরবর্ত্তী, কেননা ব্রহ্মনাম শ্রবণে চিত্তদ্রব বা কম্পাশ্রু পুলোকোদ্গমাদি কিছু মাত্র উৎবন্ন হয় না। কিন্তু তোমার কৃষ্ণ নাম গ্রহণে ভক্তের ঐ সমস্ত গুণ হইয়া থাকে। তৎকারণ বলি, হে প্রভু! কৃষ্ণ তোমার শ্রীপদ পঙ্কজে আমার সর্ব্বদা শুদ্ধ ভক্তি হউক ও আমার কর্ণ বিবরে তোমার চরিতামৃত, বারম্বার প্রবেশ করুক আমার এই প্রার্থনা।

কেবল শ্রীকৃষ্ণ নামই সর্ব্বপ্রকার পাপ নাশক ও সর্ব্বপ্রকার পুণ্য-সঞ্চয়কারক এবং শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইবার কারণ, এবং অবিদ্যা বিনাশক সেই কৃষ্ণ নাম আমার জিহ্বা সর্ব্বদা গ্রহণ করুক। আর কৃষ্ণ নাম গ্রহণ ভিন্ন কর্ত্তব্য কার্য্য নাই, ইত্যাকার বিবেচনায় মন সৎ অসৎ সকল প্রকার হইতে কর্ম্ম নিবৃত্তি হউক ও সর্ব্বদা হরে কৃষ্ণ বলিতে থাকুক, শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় ইহার যেন ভাবান্তর না হয়, আমার এই প্রার্থনা।

হে ভগবান! তোমার তেজ স্বরূপ ব্রহ্মা যদিও সকল স্থানে-বিদ্যমান আছেন, কিন্তু তিনি সংসার বৃক্ষের একটি মাত্র পত্র ছেদন করিতে পারেন না। কিন্তু হে কৃষ্ণ! ক্ষণকালের জন্য তোমার সর্ব্ব পাপহারি কৃষ্ণনাম যদি ভক্ত ব্যক্তি উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তোমার কৃষ্ণনাম মূলের সহিত সংসার বৃক্ষকে উৎপাটন করিয়া ফেল। অতএব ব্রহ্ম হইতে তোমার নামই শ্রেষ্ঠ।

হে কৃষ্ণ! কেবল তোমার শ্রীবিষ্ণু নামই জীব-সকলের পাপ নাশ ও পুণ্য উৎপাদন করতঃ ব্রহ্মা প্রভৃতির ধাম সম্বন্ধীয় ভোগ হইতে বিরতী এবং গুরুদেবের শ্রীপাদ-পদ্ম যুগলে ভক্তি ও তুমি শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব-জ্ঞান জন্মাইয়া পরে সংসার সম্বন্ধীয় জনম মরণ প্রাপ্তির অর্থাৎ অবিদ্যা দাহ পুর্ব্বক সম্পূর্ণ আনন্দ জ্ঞানে পুরুষকে বীজ স্থাপন করিয়া আর তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য নাই এই বোধেতে নিবৃত্ত করেন। অতএব ঐ শ্রীবিষ্ণু নাম আমার স্মৃতি পথে যেন সর্ব্বদা উদয় হয়।

হে শ্রীকৃষ্ণ, তুমি চিত্তরূপ দর্পণের মলনাশক, সংসারস্বরূপ মহাদাবা-নলের নির্ব্বাপক কল্যাণরূপ কুমুদের প্রকাশ বিষয়ে জ্যোৎস্না প্রদ। অর্থাৎ চন্দ্র তুল্য বিদ্যারূপা বধুর জীবন স্বরূপ আনন্দ অর্ণবের বৃদ্ধি কর এবং পদে পদে সম্পুর্ণ অমৃতের আস্বাদ স্বরূপ ও অনুকরণের তাপ নাশক এতাদৃশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে তুমি তোমার নাম-সংকীর্ত্তনেতে আমার মন সদা নিমগ্ন হইয়া থাকুক এই আমার প্রার্থনা।

হে ভগবান! তুমি আপনার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ মুকুন্দ কেশব বাসুদেব ইত্যাদি, বহু বহু নাম ভেদ করিয়া পুনরায় তৎসমুদয়তে স্বীয় সমস্ত শক্তিও অর্পণ করিয়াছ এবং যে সকল নামের স্মরণে কালের কোন নিয়ম কর নাই, হে কৃপাময়! তোমার তো এতাদৃশী

কৃপা, কিন্তু হে কৃষ্ণ, আমরাও দুর্দ্দৈব। এই যে ঐ সমুদয় নামেতে কিঞ্চিন্মাত্র আমার অনুরাগ জন্মিলনা এমন যে পাষণ্ড আমি, আমাকে ধিক।

হে কৃষ্ণভক্ত, যিনি তৃণ অপেক্ষায় আপনাকে নীচ বলিয়া অভিমান করেন ও যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা গুণ সম্পন্ন এবং যিনি স্বয়ং মান শূন্য হইয়া অন্যকে সম্মান প্রদান করেন, এতাদৃশ কৃষ্ণভক্ত মহাত্মা কর্ত্তৃকই সর্ব্বদা ভগবান হরিগুণ কীর্ত্তনীয় হইয়া থাকে; হে বিশ্বাধার কৃষ্ণ, তোমার নামে রুচি ও জীবে দয়া যেন আমার সর্ব্বদা হইয়া থাকে, এই প্রার্থনা।

হে কৃষ্ণ, আমি ঈশ্বর দেবের দেব, বিশ্বেশ্বরের অবিমুক্ত ক্ষেত্র আনন্দ কানন কাশীধামে মরিতে চাই না। ঐ কাশীতে জীব যদি নিষ্পাপী হইয়া দেহত্যাগ করে, তবে ভগবান কাশীশ্বর তাহাকে মুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু কাশীতে কোন প্রকার পাপ করিয়া, জীব মৃত্যু মুখে যদি পতিত হয়, তবে তাহার রুদ্র পিচাষত্ব লাভ হইয়া নরক যন্ত্রণার অপেক্ষায় অধিক যন্ত্রণা ভোগ হয়, কাশীখণ্ডে লিখা আছে। এইটি শৈববাক্য। আর স্কন্ধ (অর্থাৎ কার্ত্তিক) অগস্তকে বলিয়াছেন যে, কাশীক্ষেত্রে পাপ করিয়া মরিলে তাহার সমস্ত পাপ রুদ্রের নেত্রাগ্নী দ্বারা ভস্মিভুত হইয়া যায় ও সেই জীব মুক্তি লাভ করে। হে ভগবান কৃষ্ণ! আমি যে স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, এইটী ত্রিজগৎ-মাতা, বিষ্ণু-মায়ায় কামরূপ ক্ষেত্র, করতয়া নদীর পূর্ব্ব পার; এইটীও কাশীধাম অপেক্ষায় কোন অংশে ছোট নয়। যুগিনী তন্ত্রে ও কালিকা পুরাণে দেখিয়াছি। বাবার দয়ার অপেক্ষায়, মায়ের দয়া বেশী, এই জন্য মাতা ভগবতীর নাম দয়াময়ী, তিনিও জীবকে চতুবর্গ ফল দিতে পারেন, কিন্তু হে ভগবান্! আমি মহাপুরাণ, গরুড় পুরাণ দেখি-

য়াছি, ঈশ্বর কাশীক্ষেত্রে মরিলে যে ফল হয় ও বাস করিলে যে ফল হয়, তাহার একশত গুণ বেশী ফল মথুরা ধামে মরিলে ও বাস করিলে হইয়া থাকে। গোপাল তাপনি শ্রুতিতে লেখা আছে যে, মথুরা ধামের অন্তর্গত দ্বাদশ বনের মধ্যেতে ৺বৃন্দাবন ধাম। হে কৃষ্ণ! এই ধামেতে আমার এই দেহত্যাগ করাইয়া তোমার নিত্যধাম গোলক ধামের নিত্য বৃন্দাবনে আমাকে দাস বলিয়া সেবা কার্য্যে নিযুক্ত কর, তাহা হইলে জন্ম-মৃত্যু বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া তোমার পদ-সেবায় নিযুক্ত থাকিব, আমার এই প্রার্থনা। আমি দাস হইতে চাই, ভিন্ন মুক্তি চাই না। আমি মুক্ত হইলে জলবিন্দু জলে মিশাইয়া যাওয়ার মত হইবে এরূপ মুক্তি হইলে আমি নাশ হইব। আমি লয় হইতে চাই না, আমি চিনি হইতে চাই না. চিনির স্বাদ গ্রহণ করিতে চাই। জল বুদ বুদ জলে মিশাইলে তাহার চিহ্ন থাকে কৈ? এই জন্যই আমি মুক্তি চাই না। হরি ভক্তেরা মুক্তির প্রার্থী নয়। কাশীখণ্ডে লেখা আছে, শিবলিঙ্গে অমুক ভক্ত শৈব প্রবেশ করিল এইটী ভাল নয় বলিতে হইবে, কারণ অসুরের গুরু ভার্গব, যোগ বলে লোভ বশতঃ শিব শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল; রুদ্র তাহা জানিতে পারিয়া জঠরাগ্নি দ্বারা ভার্গবকে বহুকাল কষ্ট দেন। তৎপর সরবনেতে মাতা ভগবতীকে শীবোদরে থাকিয়া ভার্গব নানাবিধ স্তব করিলে মাতা মহামায়া সন্তোষ হইয়া শীবলিঙ্গ দ্বার দিয়া ভার্গবকে বাহির হইতে আদেশ করিলেন, তখন শিবলিঙ্গ দ্বার দিয়া ভার্গব বাহির হইলে রুদ্র ক্রোধে অধীর হইয়া শূল হস্তে লইয়াই মারিতে উদ্যত হইলে মাতা মহামায়া শিবের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, শুক্রদ্বার দিয়া যে জীব বাহির হয়. তাহাকে পুত্র বলা যায়। পুত্রকে বিনাশ করা পিতার অকর্ত্তব্য। তখন রুদ্রদেব শান্ত হইলেন. শুক্রের দ্বার দিয়া বাহির

হওয়া হেতু, ভার্গবের শুক্রাচার্য্য নাম হইয়াছিল। শীবের শরীরে প্রবেশ করা বা মিশান ভাল নয়। হে কৃষ্ণ! তোমার বা শীবের সেবক হওয়াই প্রশস্ত পথ। ভক্ত ব্যক্তি প্রভু হইতে চাহিলে অপরাধ হইয়া থাকে। সেবক প্রভু হইতে চাহিলে সে সেবক নয়। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রভু ভগবান! আমি সেবক জীব, এই প্রকাব বোধ যেন সকল সময়েতে আমার থাকে। হে কৃপাময় কৃষ্ণ! তুমি না হয় সেবকের সেবক বলিয়া রামাকে দয়া কর, আমি মুক্তি চাই না, দাস হইতে চাই এইটী আমার সম্পূর্ণ প্রার্থনা।

নারদ কহিলেন। ভক্তগণের ভক্তি জ্ঞান, যোগীগণের যোগ জ্ঞান, এই উভয়ের মধ্যে কোন্ পথ প্রশস্ত তাহা আমায় বলুন। শ্রীমহাদেব কহিলেন। অখিল যোগীগণ জ্যোতিরূপ সনাতনকে ধ্যান করে, তাহারা নির্গুণের শরীর স্বীকার করেন না। সমস্ত শরীর মাত্রই প্রাকৃত নির্গুণ ব্রহ্মপদার্থ প্রকৃতির পর, দেহ মাত্রেই গুনেতে অশক্ত, অতএব নির্গুণের কিরূপে দেহের সম্ভাবনা। যোগবিদ্ জনগণ এইরূপে যোগশাস্ত্রের ব্যাখা করেন। কিন্তু হে দ্বিজ! নারদ। কুমাব প্রভৃতি বৈষ্ণব আমরা তাহা স্বীকার করি না। সকল বৈষ্ণবেরা তেজারীদিগের তেজই প্রধান বলিয়া স্বীকার করে। কোথায় সমুদ্ভূত হইবে কিম্বা কোথায় জন্মিবে নির্ণয় করা দুষ্কর। কৃষ্ণ নিত্য ও শরীর এবং তাহার তেজ আছে সেই তেজের মধ্যে সনাতন কৃষ্ণ মূর্ত্তি বিদ্যমান ইহা বৈষ্ণবের মত। সকল যোগীগণ ভক্তি পূর্ব্বক সেই তেজের ধ্যান করে, দৃঢ়তর ভক্তিসহযোগে কালান্তরের যোগী ও বৈষ্ণব হয়। বৈষ্ণবেরা সেই তেজের অভ্যন্তর কৃষ্ণরূপ ধ্যান করে, হে নারদ! দেহ না থাকিলে কিরূপ দাসের দাস্য সম্ভাবনা হয়। হে নারদ! সর্ব্বাপেক্ষায় বৈষ্ণবের মত প্রশস্ত।

ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বৈষ্ণবের অপেক্ষায় প্রধান জ্ঞানী আর নাই, হে বৎস্য! সংক্ষেপে আগমানুসারে অভীষ্ট কৃষ্ণ মহাত্মা বর্ণন করিলাম, সমস্ত কেহ পরিজ্ঞাত নহে। নারদ পঞ্চরাত্র হইতে উর্দ্ধৃত।

১। জপ জপ মন হরে হরে। হরে সংসার বন্ধন করে নিবারণ ডাক তারে ভক্তি ভরে। এবার জপি হরি নাম, হইয়ে নিষ্কাম, যাব পরমধাম মন বলি তোরে। পরম ধামে গিয়ে দাশ হইয়ে, সেবিব হরির চরণ কবে। গোবিন্দ কেলীর যাবে দম্ভভাব, তথা গেলে হবে নির্ম্মল স্বভাব, গুরুর প্রভাবে সর্ব্ব দুঃখ যাবে, যুগলরূপ হেরিয়ে নয়ন ভরে।

২। জপ জপ মন হরি নাম। হরি স্বয়ং ভগবান, ভক্ত তার প্রাণ এই ভক্তে করিবেন ত্রাণ। হরি নামের গুণে মন বলি শুন, এই ভব-বন্ধন যাবে নীলে হরি নাম। জপ অবিশ্রাম হরে কৃষ্ণরাম, সিদ্ধ হবে মনস্কাম। গোবিন্দ কেলীর এই মনস্কাম, মৃত্যুকালে যেন জপি হরি নাম, সজ্ঞানে মরি বলি হরি হরি। মন চলে যাব পরম ধাম।

৩। হরি তোমারে কি বর্ণিব। নাই উপমারি স্থান তুমি স্বয়ং ভগবান, কর ত্রাণ কেশব। মম হৃদি পদ্মপরি দাড়াও মুরারি মানোশোপচারে পুজিব। তব পদ হেরি জনম সফল করি, মাতৃ গর্ভে আর না আসিব। গোবিন্দ কেলী, বলি হরি হরি, চলি যাব এবার পরমধাম। পড়ি তথা তব দাশ হইয়ে, চরণ সেবিয়ে যুগল রূপ নয়নে হেরি।

৪। হরি কবেহে দয়া হইবে। দিবে শ্রীচরণ এ ভব-বন্ধন, কবে নিবারণ করিবে। মম হৃদিপদ্ম-পরি ত্রিভঙ্গীম হয়ে, কবে বল তুমি দাঁড়াবে। বামে দাঁড়াবে কিশরি, যেমন বিজুড়ি হরি নব ঘনে শোভা করিবে। ঐ যুগল রূপ হেরি গোঁবিন্দ কেলী প্রেমানন্দে। কবে ভাসিবে আর গাইবে নাচিবে আর কান্দীবে হাসিবে, হরি হরি বলে কবে ক্ষেপীবে।

৫। হরি তোমারে আমি পুষিব। এই হৃদয় পিঞ্জরে তোমায় বদ্ধকরে অতি সমাদরে সেবিব, বলে হরে কৃষ্ণ হরে, রাধাকৃষ্ণ হরে ত্রীকালে এই নাম পড়াব, বল হরে রাম রাম, ওহে আত্মারাম, তোমায় ডাকিব। গোবিন্দ কেলী বলে, হরি তবে এই হৃদয় পিঞ্জরে তুমি নাচিবে। তখন চরণ নুপুর বলিবে মধুর প্রেমানন্দে তখন ভাসিব।

৬। হরি এই শুন মম প্রার্থনা। এই হৃদিপদ্মে দেও যুগল চরণ, আমি মন দিয়া করি অর্চ্চনা অন্তরে বাহিরে। সদা তোমায় হেরি, পাপ পরিহরি, বলি হরি হরি কির্ত্তি আরাধন, করিহে বর্জ্জন মনে এবার যেন আর আসিনা। তুমি অদৃশ্য অগ্রাহ্য, দেহে কর ধার্য্য, দেখি ত্রিশী কার্য্য, বলে সব আর্য্য, তুমি পরাৎপর, পরম ঈশ্বর গোবিন্দ কেলীরে করণা বঞ্চনা।

৭। হরি এই মম নিবেদন। মৃত্যু কালে যেন তব শ্রীচরণ হৃদি পদ্মে পাই দরশন। তুমি গজত আধার তুমিহে শ্রীকান্ত। নাহি জানি তব আদি মধ্য অন্ত। বেদের সিদ্ধান্ত তুমি হে অনন্ত। অব্যক্ত অচিন্ত বিশ্ব কর ত্রাণ। জাতায়াত আর সহে না বারবার। বর্ণিবে এবার, কর হরি পার দিও চরণতরি, পার কর হরি, গোবিন্দ কেলীর আরাদ্ধ ধন।

৮। আমার এই প্রার্থনা শুন হরি। তব চরণ সরজে মধুকর হয়ে নিও মধু পান করি। তুমি অজর অমর বিশ্ব পরাৎপর সৃষ্টি স্থিতি লয় করি হরি। তব নাম কীর্ত্তন, অমূল্য রতন নিও যেন অন্তে করি। গোবিন্দ কেলীর প্রার্থনা পূর্ণ কর ওহে পূর্ণ-ব্রহ্ম হরি। ওহে আমি তব ভক্ত, কর পাপে মুক্ত দয়াময় দয়া করি।

৯। হরি বৃথা যায় মম দিন। না করি তব চরণ স্মরণ অর্চ্চন বন্দন ধ্যান। ওহে তুমি পরাৎপর ঈশ্বর পরমাত্মা পরব্রহ্ম পরাত্মন।

তব গুণ অপার বর্ণে সাধ্যকার, কর আমায় পার, বিশ্ব সোনাতন। গোবিন্দ কেলী বলে শুন হরে নেও এবার আমায় পরমধাম পরে, তথা তব দাশ হব, তোমারে সেবিব আর না আসিব কখন।

১০। আর না দেখি উপায়। হরি তোমা বিনে হে, হরি তব শ্রীচরণ না করি স্মরণ, মানব জনম বৃথা যায়। তুমি হে পতিত-পাবন হরি, পতিতে উদ্ধার কর দয়াময়, কর নরক বারণ ওহে নারায়ণ কৃপা কর কৃপাময়। গোবিন্দ কেলী বলে, তোমায় ডাকি ভববন্ধন মোচনেরি দায়। কর বন্ধন মোচন, নন্দ নন্দন ধরিহে তব দুপায়।

১১। বল বল হরি, জীব চল চল ব্রজধামে। তবে করিবেন হরি ত্রাণ শমন সাশনে। ব্রজেতে হইলে মরণ, পরম ধামে হবে গমন, জনম মরণ হবে বারণ, পরম ধাম গমন গুণে। ব্রহ্মা জারে না পায় ধ্যানে, তার বাস ঐ বৃন্দাবনে, মুক্ত হবি রজের গুণে, গোবিন্দ কেলী ভনে।

১২। পাপ রোগের ঔষধ হরির নাম। জপ অবিশ্রাম। ঐ ঔষধি ত্রিপাত হরে, জীবের পুরায় মনস্কাম, বল হরে কৃষ্ণ হরে। রাধা কৃষ্ণ হরে হরে। এই হরিনাম করিলে পরে। কর্ম্ম কাণ্ডের কিবা কাম। গোবিন্দ কেলী বলে, হরি নাম কীর্ত্তনের বলে, দেহত্যাগী অবহেলে চলে যাব পরমধাম।

১৩। দিন গেল হরিবল, বলিহে তোমায়। মৃত্যুকালে হরি বলো, যাবেহে জমেরি দায়, কর হরি গুণগান, কর হরির নাম শ্রবণ। হরি ভক্তি অমূল্য ধন, কর তুমি তাই সঞ্চয়, গোবিন্দ কেলী বলে বিষয়ত্যাগী মিথ্যা বলে, হরি নাম কীর্ত্তনের বলে, জীব পরম ধামে যায়।

১৪। হরি তোমারে আর কি কব। কৃপা করহে মাধব। হরি ভক্তগণ আজ নিবেদন। করি পরম পদে করিছে গমন। মম নিবেদন শুন নারায়ণ। আমি ঐ পরম পদেতে থাকিব। ব্রহ্মপদ পরি জ্যোতীর্ম্ময়

পদ। বিনা দেববলে সেইটি বিষ্ণুপদ, ঐ পদে গেলে মন হবে নিরাপদ জন্ম মৃত্যু বিপদ এড়াইব।

১৫। স্বয়ং ভগবান সর্ব্বশক্তীমান পুরুষ প্রধান কর মোরে ত্রাণ। মম মন ভ্রমর তব চরণ পঙ্কজে, মত্ত হও সদা করুক মধু পান। তব মহিমা অপার বর্ণে সাধ্য কার। বর্ণিবারে নারে, অষ্টাদশ পুরাণ। আগম বেদান্ত, তব নাপায় অন্ত, উপনিষধ আর উপপুরাণ। তুমি অদৃশ্য অগ্রাহ্য, বেদে করে ধার্য্য, সাঙ্খ বলে তুমি কাল মহান, এই গোবিন্দ কেলীরে কৃপা কর, হরে রাধা কৃষ্ণ স্মরে, বাহির হউক প্রাণ।

১৬। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ত্রিলোক স্বামী। পরম পুরুষ সর্ব্ব শক্তিমান হওহে তুমি। তব ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়। ইচ্ছায় আবার কর লয়। নামটি তব ইচ্ছাময়, জীবের তুমি অন্তর্জামি॥ গোবিন্দ কেলীর কৃষ্ণ শ্রীপদ কমলে মনুষ্য ভক্তি কমলে। হৃদকমলে পুজি আমি।

১৭। হরি দয়া কর এবার মোরে তুমি ত্যাগীয়না ঘৃণা করে। তুমি দয়াময় দয়ারি আধার। ভক্ত বলে দয়া করহে এবার। ত্রিতাপ ঘুচায় কর মোরে পার। কর্ণধার হরি ডাকি হে তোমারে। গোবিন্দ কেলীর প্রার্থনা হরে ভক্ত বলে দয়া কর। এবার মোরে তৎ বিষ্ণু পরম পদে, মোরে রাখ যেন আসিতে না হয় এ সংসারে।

১৮। হরি দয়া করহে আমায় গর্ভ,জাতনা নাশয়। জননী জঠরে ঘোর অন্ধকারে অন্ধবৎ হয়ে থাকিতে যে হয়। প্রসব হলে পরে, ভৌম নরক পরে, শৈশবেতে জীবের বড়ই কষ্ট হয়। যৌবন সময়ে রস রঙ্গে যায়, পাপাচারে মন ধাবমান হয়, বৃদ্ধ হলে পরে, জরা আশী ধরে, বুদ্ধি ভ্রংশ হয় বড়ই ‍দুঃসময়। গোবিন্দ কেলী বলে, হরি পদে স্থান দেও এবার পড়েছি বিপদে। তৎ বিষ্ণু পরম পদে স্থান দেও, যেন এ সংসারে পুনঃ আসিতে না হয়।

১৯। কৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং বলে ভাগবতে। শরীরি শ্যামা সুন্দর, তোমায় বলে নারদ পঞ্চ রাত্রে। পরমাত্মা হও তুমি, যোগশাস্ত্রে ইহা জানি। ধেয়ায় তোমায় যোগা মুণী হৃদি মধ্যেতে। বেদান্তে জানি, উপনিষধ তুমি, ব্রহ্মা ত্রিলোক স্বামী। এক মেবা দ্বিতীয়ং তোমায় বলে বেদেতে। সংহীতা পুরাণে শুনি সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু তুমি। বহু পুরুষ তোমায় বলে সাঙ্খেতে। গোবিন্দ কেলী বলে, গুরুর উপদেশ বলে, ভক্তি বলে জাব তব পরম পদেতে।

২০। হরি বল বল বল মন রসনা, এমন মানব জনব আর হবে না। হরি বল বারে বারে, যদি জাবি ভব পারে। হরি দয়া করিলে পরে ঘুচিবে যাতনা। গোবিন্দ কেলী বলে, হরি নাম কির্ত্তনের বলে, পরম পদে যাব চলে আর আসিব না।

২১। জননী ভারতী পদাম্বুজেতে প্রণমি। আশ্চর্য্য হেরিণু এই কবি দলে দলে। ভ্রমর হইয়া শোভিছে ঐ পদ্ম পরি। মধু মাখা শব্দে দশ দিগ নিনাদিছে। তব গুণ গায় সবে সদানন্দে মাতি। কুহু কুহু রবে যথা কোকিল গাহে। পঞ্চমে উঠায় সুললিত স্বর আহা। হায় মা! কি ভক্ত মনলোভা পাই গিতা। শ্রতাগণ শুনিছে ঐ গান আনন্দেতে। মাতিয়ে বুধগণ মায়ের পাদপদ্মে। প্রণমি বলিছে ভাল ভাল গো জননী। অমৃত সমান তব গুণ গাথা রস। পদ্ম মকরন্দ পানে যেন অলিগণ। তেমতি হতেছি সান্তনা তব সন্তানে। জিহ্বাগ্রে থাকিয়া মাগো শুন মোর কথা। তুমি যার মাতা কবিতা রচিতে তার। কি ভয় অভয়দায়িণী জননী মম। এই পুত্রেরে বলাও হরি গুণ গান। এই তো প্রার্থনা ত্রিজগতে আরাধ্য মা। পুরাও পুরাও ঈশ্বরী জননী সতী।

হে সূক্ষ্মদর্শী বৈষ্ণবগণ শ্রবণ করুণ ।—

ধ্যানাদি দ্বারা হরি সাক্ষাৎ লাভ দুরূহ। কিন্তু সঙ্গীত দ্বারা অনায়াসে তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্যই ভগবান্ মাহাত্ম গানের মহিমা, ধ্যানাপেক্ষাও অধিক। বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে লেখে, যে ব্যক্তি পরোক্ত সঙ্গীত দ্বারা দেবদেব হরির উপাসনা করেন, তিনি গন্ধর্ব্ব কুলের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন; এবং যিনি নিজ কৃত সঙ্গীত দ্বারা হরির উপাসনা করেন, তিনি হরির অনুচর হন; এবং কারিকার উপনিষদে কিম্বা ছন্দ বদ্ধ শ্রুত্যাদি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, দ্বিজাতীগণ ভগবৎ বিষয়ক সঙ্গীত দ্বারা পুলকিত হইয়া থাকেন; যেহেতু দ্বিজাতীগণ বিষ্ণুদাস। স্কন্দ পুরাণে শ্রীশিবোক্তিতে লেখে, যে হরিনাম জপোদ্বারা কোটী শ্রু তীর্থ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। নৈবিদ্য দানে কোটী জনের ফল সুসিদ্ধ হয়। সঙ্গীত কোটী নৈবিদ্য দানের সদৃশ্য, এবং গান গানের সদৃশ্য, অর্থাৎ অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীশ্রীমহাদেব কহিলেন।—অখিল যোগীগণ জ্যোতিরূপ সোনাতনকে ধ্যান করে; তাহারা নির্গুণের শরীর স্বীকার করে না। সমস্ত শরীর মাত্রেই প্রাকৃত। নির্গুণ ব্রহ্ম পদার্থ প্রকৃতির পর দেহ মাত্রেই গুণেতে আশক্তি। অতএব নির্গুণের কিরূপে দেহের সম্ভাবনা। যোগবীদ জনগণ এইরূপে যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু হে দ্বিজ, কুমার প্রভৃতি বৈষ্ণব আমরা তাহা স্বীকার করি না। সকল বৈষ্ণবেরা তেজস্বীদিগের তেজই প্রধান বলিয়া স্বীকার করে। কোথায় সমুদ্ভুত হইবে কিম্বা কোথায় জন্মিবে; নির্ণয় করা দুষ্কর। কৃষ্ণ নিত্য ও শরীরি এবং তাহার তেজ আছে, সেই তেজের মধ্যে সোনাতন কৃষ্ণমূর্ত্তি বিদ্যমান, ইহা বৈষ্ণবের মত॥

সকল যোগীগণ ভক্তি-পূর্ব্বক সেই তেজের ধ্যান করে, দৃঢ়তর ভক্তি সহযোগে কালান্তরে যোগীও বৈষ্ণব হয়। বৈষ্ণবেরা সেই তেজের অভ্যান্তর রূপ ধ্যান করেন, হে নারদ! দেহ না থাকিলে কিরূপে দাসের দাস্য সম্ভাবনা হয়। হে নারদ! সর্ব্বাপেক্ষায় বৈষ্ণবের মত প্রশস্ত, ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বৈষ্ণবের অপেক্ষা প্রধান জ্ঞানী আর নাই। হে বৎস! সংক্ষেপে আগম অনুসারে অভিষ্ট কৃষ্ণ-মাহিত্ম বর্ণন করিলাম, সমস্ত কেহ পরিজ্ঞাত নহে।

দেবের দেব মহাদেব ও কুমারগণ কৃষ্ণের মূর্ত্তি ও তেজ থাকা স্বীকার করেন, যোগীরা তাহা স্বীকার করেন না। ইহাতেও বুঝায় ভগবান্ অচিন্ত পদার্থ, এমন অবস্থায় নিরাকার সাকার উভয় কল্পনা বলা অযুক্তি হয় না। তেজ হইলেই আধার চাই, অতএব ঐ তেজের আধার কৃষ্ণমূর্ত্তি নিশ্চয় অনুমান হয়।

ধায়ং তে সন্তোতোং সন্তো যোগীনা বৈষ্ণবা সদা জ্যোতীরোভ্যান্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরং॥ নারদ পঞ্চরাত্র।

১। পাপ রোগের ঔষধ হরিনাম ; জপ অবিশ্রাম। এই ঔষধি ত্রিতাপ হরে, জীবের পুরায় মনস্কাম॥ বল হরে, কৃষ্ণ হরে, রাধা কৃষ্ণ হরে, এই হরিনাম করিলে পরে কর্ম্ম কাণ্ডের কিবা কাম॥ গোবিন্দকেলী বলে, এবার হরিসংকীর্ত্তনের বলে, দেহ-ত্যাগ অবহেলে চলি-যাব পরম ধাম॥

২। হরি বল ওরে মন, কেন ডুবিয়ে রইলি মায়ায়॥ দুরারোগ্য হইল মায়ার কুহকে পড়ে, বৃথা পরমায়ু যায়॥ মায়ার বন্ধন এই কায়ার কবা পুত্র কেবা জায়া, ত্যাগিলে হয় বিষ্ণু মায়া, জীব জীবন মুক্ত হয়॥ প্রহ্লাদ সংহীতায় বলে, হরি দুই অক্ষর যে বলে, সত্য সত্য সত্য তার সংসার বন্ধনে ছিন্ন হয়॥ গোবিন্দকেলী বলে এবার হরি হরি বলে পরম পদে যাব চলে, মন তোরে বলি নিশ্চয়॥

৩। হরি দাস বলে দয়া কর মোরে দয়াময়। তাহলে মানব জনম সার্থক যে হয়॥ দাস পদ পেলে পরে, মুক্তি বাঞ্ছা কেবা করে, দাস পদ তুল্য কভু মুক্তি নাহি হয়॥ শিব নারদ ভক্ত যাঁরা, দাস পদ বাঞ্ছে তাঁরা, মুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন কভু, দাস নাহি হয়॥ গোবিন্দকেলী বলে, এই দাস, দাস পদ পেলে, হরি ভক্তি ভিন্ন চতুর্ব্বিধ মুক্তি নাহি চায়॥

৪। দিন যায় বৃথায় মন কি করি রে। না ভজিয়ে হরিপদ বৃথা দিন যায় রে॥ সদা কেন ভাবি, কেন ভাবি অর্থ, অর্থেতে ঘটে অনর্থ, হরি পদ পরমার্থ, তাই আমি চাই রে॥ আনন্দে হয়ে মগন আমি করি হরির গুণ গান, তবে বন্ধুমন পরমার্থ পাই রে॥ গোবিন্দ কেলী কয়, হরি বড় দয়াময়, ঐ দয়ালের দয়া হলে পরম পদে যাইরে॥

গ্রন্থকারের প্রার্থনা।

১। যাঁহার সুদীর্ঘ পঙ্কজ সদৃশ ঈশদ রক্ত বর্ণ নয়ন, ও যাঁহার কটীদেশ পীতাম্বর দ্বারা শোভমান, যিনি কোটী কোটী কন্দর্প অপেক্ষায় মনোহর মুর্ত্তিধারী ও যাঁহার কর্ণদ্বয়েতে হীরক মণিতে খোচিত ও অতীব রমণীয়, মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয় গণ্ডস্থলে সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে ও যাঁহার মৃদু মৃদু হাস্য মুখে মুরলির অপূর্ব্ব ধ্বনি শ্রবণে কাম কটাক্ষেতে দীগসুন্দরী গোপ-বধুগণ বার বধুর ন্যায় বারংবার মুখোশোভা নীরিক্ষণ করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিতেছে। যিঁনি নিত্যধাম গোলকের মহারাস মঞ্চের রাসেশ্বরীসহ যুগলরূপে গোপ-বেশে বিরাজমান। যিনি দ্বিভুজ মুরলিধর, তিনি নিত্য পুরুষ আমাকে দয়া করিলে, আমার হৃদিস্থ সকল কামনাই যে পূর্ণ হইতে পারে, তাহার আর সন্দেহ কি আছে।

২। হে ভগবান কৃষ্ণ, তোমার অঙ্গের তেজ স্বরূপ ব্রহ্ম যদিও সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন; কিন্তু তিনি সংসার বৃক্ষের একটী মাত্র পত্র ছেদন করিতে পারেন না। কিন্তু হে প্রভু! ক্ষণকালের জন্য তোমার পাপহারি কৃষ্ণ নাম যদি ভক্তগণ উচ্চারণ করে, তবে তোমার ঐ নাম সংসার বৃক্ষের মূলের সহিত উৎপাটন করিয়া ফেলে, অতএব ব্রহ্ম হইতে তোমার নামই শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে।

৩। কেবল শ্রীকৃষ্ণ নামই সর্ব্বপ্রকার পাপ নাশক ও সর্ব্বপ্রকার পুণ্য সঞ্চয় কারণ ও শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান জন্মাইবার কারণ এবং অবিদ্যা বিনাশক সেই কৃষ্ণ নাম আমার জিহ্বা সর্ব্বদা গ্রহণ করুক, ঐ নাম কীর্ত্তন ভিন্ন কর্ত্তব্য কাজ আর নাই, ইত্যাকার বিবেচনায় মন সৎ অসৎ সকল প্রকার কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি হইয়া সর্ব্বদা হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ বলিতে থাকুক। শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় যেন ইহার ভাবান্তর না হয়। আমার এই প্রার্থনা।

৪। হে কৃষ্ণ তোমার সেবার নাম ভক্তি, আর তোমার পদ লঙ্ঘনের নাম মুক্তি। হে অশ্রুত! দাসত্য ভিন্ন আমি মুক্তি প্রার্থী নই। কেন না মুক্তিতে তুমি প্রভু কৃষ্ণ ও আমি কৃষ্ণ দাস, এই ভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়, এমন যে মুক্তি তাহা এ ভক্ত চায় না। জল বুদবুদ অর্থাৎ জলবিম্ব জলে মিশাইলে তাহার চিহ্ন থাকে কই। আমি চিনি হইতে চাই না, চিনির আস্বাদ গ্রহণ করিতে চাই। অতএব তামার সেবাস্বাদ গ্রহণেই আমার পরম মঙ্গলদায়ক।

৫। যে দিন আমার নয়ন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গলদশ্রু ধারায় ও পুলোক সমূহে পরিপূর্ণ হইবে, সেই দিন আমি কৃষ্ণ ভক্ত বলিয়া পরমানন্দিত হইব ও কৃষ্ণ আমাকে দয়া করিতেছেন জ্ঞান করিব। হে কৃষ্ণ! আমি ধন ও জন সুন্দরি বণিতা স্বর্গ বা মর্ত্ত্য লোকে বাস

করিতেও চাই না। কেবল তোমার শ্রীশ্রীচরণাম্বুজে আমার অহৈতোকি ভক্তি সর্ব্বদা হউক, আমার এই প্রার্থনা।

৬। আমি উপনিষদে ব্রহ্মণাম শুনিয়াছি; কিন্তু তাহা তোমার কৃষ্ণ নাম ও কৃষ্ণ লীলার কথা হইতে অনেক দূরবর্ত্তী। যেহেতু ঐ ব্রহ্মণাম শ্রবণে চিত্ত দ্রব বা কম্পাশ্রু পুলোকোদ্গমাদি কিছু মাত্র হয় না; কিন্তু হে প্রভু! তোমার কৃষ্ণনাম শ্রবণে ও কীর্ত্তনে মানবের ঐ সমস্ত ভাব হইয়া থাকে; সেই জন্য বলি, হে কৃষ্ণ তোমার নাম শ্রবণে ও কীর্ত্তনে আমার রুচী সর্ব্বদা হউক ও তোমার চরিতামৃত বারংবার আমার কর্ণবিবরে প্রবেশ করুক, আমার এই প্রার্থনা।

৭। হে কৃষ্ণ! তুমি চিত্তরূপ দর্পণের মলনাশক, সংসাররূপ মহা-দাবানলের নির্ব্বাপক কল্যাণ-রূপ, কুমুদের প্রকাশ বিষয়ে জ্যোৎস্না প্রদ অর্থাৎ চন্দ্রতুল্য আনন্দ সমুদ্রের বৃদ্ধিকর ও বিদ্যারূপা বধুর জীবন স্বরূপ এবং পদে পদে সম্পূর্ণ অমৃতের আস্বাদ-স্বরূপ, অন্তকরণের তাপ-নাশক, এতাদৃশ নিত্য পদার্থ যে তুমি, প্রভু তোমার নাম সংকীর্ত্তন করিলে মায়াপাশ হইতে এই ভক্ত কেনই বা মুক্ত না হইবে। অতএব তুমি প্রসন্ন হও এবং তোমার নামে রুচি ও জীবে দয়া হওয়ার বর, আমাকে প্রদান কর, এই প্রার্থনা।

৮। কেবল শ্রীকৃষ্ণের নামই পুরুষ সকলের পাপ সমূহ নাশ ও পুণ্য সমূহ উৎপাদন করতঃ ব্রহ্মা প্রভৃতির ধাম সম্বন্ধীয় ভোগ হইতে বিরোক্তি করে এবং শ্রীশ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম যুগলে ভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব-জ্ঞান জন্মাইয়া পরে সংসার সম্বন্ধীয় জনম মরণ ভ্রান্তির বীজ অর্থাৎ অবিদ্যা দাহ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ আনন্দ জ্ঞানে পুরুষকে স্থাপন করিয়া আর কর্ত্তব্য কার্য্য নাই এই বোধে নিবৃত্ত করেন অতএব এমন যে কৃষ্ণ নাম তাহা লইবার ইচ্ছা আমার সর্ব্বক্ষণ হউক, এই প্রার্থনা।

৯। হে কৃষ্ণ ! সর্ব্ব-পাপহারি তোমার নাম গ্রহণে আমার কবে নয়ন গলদশ্রু ধারায় বদন গদগদ রুদ্ধ বাক্যে এবং শরীর পুলক সমূহে পরিপূর্ণ হইবে ; হে প্রভু ! আমি পুত্র, স্ত্রী, ধন, রাজ্য চাই না, মুক্তি ও চাই না, কেবল তোমাতে আমার অহৈতুকি ভক্তি হউক এই প্রার্থনা।

১০। স্বয়ং ভগবান্, সর্ব্বশক্তিমান, পুরুষ প্রধান, করো মোরে ত্রাণ।
তব মহিমা অপার, বর্ণে সাধ্য কার, বর্ণিবারে নারে অষ্টাদশ পুরাণ ॥
না পায় তব অন্ত, বেদ আর বেদান্ত, উপনিষদ সংহিতা উপপুরাণ।
তুমি অদৃশ্য অগ্রাহ্য, বেদে করে ধার্য্য, শাস্ত্রে বলে তুমি কাল মহাণ ॥
তব পদাব্জ পরে, মনো ভ্রমরে, মত্ত হয়ে সদা, করুক মধু পান।
গোবিন্দ কেলীরে কৃপা কর হরে, হরে হরে স্মরে বাহির হউক প্রাণ ॥

১১। হরি দরশন দাও হে আমারে, তুমি অদৃশ্য অগ্রাহ্য তোমায় জানিব কেমন করে। তুমি সাকার, কেউ বলে নিরাকার, উভয় কল্পনা বর্ণি বেদেতে প্রচার ॥ তুমি যে হও সে হও হরি, এ দাসেরে কৃপা করি, লয়ে যাও ভব নদী পারে। গোবিন্দকেলীর বাণী, শুন ওহে চক্রপাণি, দাও দরশন ওহে নারায়ণ ; লুকায়ে রহেছ কেন, হৃদয় ভিতরে ॥

১২। জীব সতর্ক হও এবে। নইলে নিতান্ত কৃতান্ত ভবনে যাবে ॥ ঐ দেখ কামিনী প্রেম রথে, রথী হয়ে কাম, বিষয় ধনুর্গুণে করেছে সন্ধান। ক্রোধিতাদি পঞ্চবান করিবে হতজ্ঞান, ধর্ম্ম জীবন নাশিবে। গোবিন্দকেলী বলে হয়ে ব্যস্ত, এ অশিব নাশি শিব জীবনে ত্রস্ত্য, পাবি জ্ঞাননেত্র অস্ত্র, ঐ অস্ত্রে প্রশস্ত, কামরিপু ভস্ম হবে ॥

১৩। জীব মুদিলে নয়ন পরিজন পরণ পরিচ্ছদ কোথা রবে।
এ সংসার অকারণ, নিদ্রারি স্বপন, নিত্য নয় যে নিত্য রবে ॥
রবে না সুক্ষ্ম সিমলাই ধুতি পরা, রবে না চুলের পরিচর্য্যা করা, রবে না এ কোঁচা, পাঁচ হাত লম্বা কাচা, বাঁশের মাচায় শ্মশানে যাবে। অনিত্য

দেহ ভাগবতে কয়, কুক্কুর শৃগালের ভক্ষ্য দেহ হয়, এই দেহেরি যতন, কর অকারণ, দেহ কি তোর সঙ্গে যাবে॥ গোবিন্দকেলী বলে যুক্তি সার, সদা ভাব জীব হরি সারাৎসার, তবে পুনর্ব্বার, আসিবে না আর, হরি দাস হয়ে রহিবে।

১৪। হরি পদাম্বুজে মন মজ বারংবার।
যদি ইচ্ছা হয় মন তব, সংসার এরিবার॥

হরি পদ কর ধ্যান, হরি সর্ব্ব কর জ্ঞান, বিষয়ে না মজি মন, ভাব হরি সারাৎসার। হরির দয়া হলে পরে, যাবো পরম ধাম পরে, দিগসুন্দরী সেবিবে মোরে, আসিব না আর॥ গোবিন্দকেলী বলে, ঐ হরিণী নয়না পেলে, সেজে তোর দাসী হয়ে করিবে বিহার।

১৫। হরি চরণার বৃন্দে কবে মন মজিবে। হরি হরি বলে কবে এমন খেপিবে॥ অঙ্গ হবে ধূলায় ধূসর, সঙ্গে না থাকিবে দোসর, ডাকবো হরি হে পরাৎপর, তবেই হরির দয়া হবে, গোবিন্দকেলী বলে, প্রভু হরির দয়া হলে, দাস হয়ে সেবিব, পরে সর্ব্ব দুঃখ যাবে॥

প্রভাতি গীত।

১। উঠরে গোপাল ভোর হয়েছে, গোপাল ডাকিছে গোপাল রে। গাভিগণ সব, করে হাম্বা রব, খঞ্জন অঙ্গনে নাচিছে রে॥ কেকা রব করি, ডাকিছে ময়ুরী, ময়ুর না'চছে পেকম ধরে, ব্রজবাসী সব, করে কলরব, কোকিল গাইছে পঞ্চম স্বরে। গোবিন্দকেলী বলে, বলিহারি যশোদার প্রেমভক্তি বর্ণিবারে নারি, স্বয়ং ভগবান, যার হয় সন্তান, তার ন্যায় ভাগ্যবতী কে সংসারে॥

২। ডাকিছে নন্দ, শুনরে মুকুন্দ, বিলম্ব কেন আর কাজে। উঠি নীলমণি, লওরে পাচনী, চল যাই গোষ্ঠ মাঝে। উদয় হলো ভানু উদয়া চলেরে, নয়ন মেলী বাপ চেয়ে দেখরে, ভ্রমর ডাকিছে, খঞ্জন নাচিছে, কোকিল গাইছে পুলিনেরি মাঝে। গোবিন্দকেলী বলে পুনর্ব্বার, নন্দের মত ভাগ্য আছে কি কাহার, যিনি সর্ব্ব জীবের পিতা, নন্দ হয় তার পিতা, ধন্য নন্দ ভক্ত মাঝে॥

৩। ডাকিছে শ্রীদাম দাম বসুদাম, এসেছি ভাই মোরা তোমায় নিতে। উঠ নীলমণি, লওরে নবনী, ক্ষুধা পেলে বনে দিব খেতে॥ শয্যাত্যাগ করি, উঠরে মুরারী লও বাঁশী বনে বাজাইতে, বহু রাখালগণ লইয়ে গোধন, গেল তারা মোদের অগ্রেতে। আয় স্কন্ধে করি, লইরে মুরারী, মল্ল হয়ে আজ খেলিব বনেতে, করি বৃষ রব, ডাকি যে সব, গাইব নাচিব, আজ গোষ্ঠেতে॥ গোবিন্দকেলী বলে, সখ্যভাবে, বনফুলে আজ কৃষ্ণ সাজাইবে, দিয়ে করতালি, সিঙ্গা বাজাইবে বলরামকে লহ সাথে॥

৪। হরি আমার কি হইবে। আর কত ভুগিব ভবে॥ তুমি হে অনন্ত, তব কেবা জানে অন্ত; অন্ত নাহি যানে তব, বেদ আর বেদান্ত, তুমি জাবতীয় কাণ্ড, ওহে তুমি লক্ষ্মিকান্ত, কৃতান্ত ভয়ে ত্রাণ করিতে হবে। বিশ্ব উৎপাদক তুমি বিশ্বেরি ঈশ্বর, বিশ্বের পালক তুমি বিশ্বের আধার, তুমি স্বয়ং ভগবান্, হরি করো মোরে ত্রাণ, এই অধম ভক্তেরে পার করিতে হবে॥ গোবিন্দকেলী বলে তুমি পরাৎপর, পরমাত্মা হও তুমি পরম ঈশ্বর। মম এই নিবেদন, শুন ওহে নারায়ণ, অন্তে শ্রীচরণে স্থান দান করিতে হবে॥

৫। নিত্য বৃন্দাবনে, ব্রজবধূগণে, নিকুঞ্জ কাননে, করিয়ে গমন। করে কৃষ্ণ তত্ত্ব, কামে হয়ে মত্ত, করিবারে খোঁজে করিণী

যেমন ॥ পেয়ে উপপতি, বৈকুণ্ঠের পতি, সকল যুবতী করিল বেষ্টন, তাঁরাগণ মাঝে যেন দ্বিজরাজ, তেমতী শোভিছে ব্রজেন্দ্র নন্দন। গোবিন্দকেলীর হৃদিপদ্ম মাঝে, নিত্য বৃন্দাবনে গোপিকৃষ্ণ ভজে, স্বর্ণ পদ্মপরি ভ্রমর বিরাজে, জন্ম সার্থক করি, করি দরশন ॥

৬। ইন্দু বদনী, হরিণী নয়নী, আদ্যে কামিনী রাধিকে। আদ্যোপুরুষ মনোমোহিনী, ওগো জগজ্জনগণ পালিকে ॥ গোলক বাসিনী ব্রহ্মসনাতনা, ত্রিলোক বন্দিনী নায়িকে। ত্রিতাপ বারিণী, ভক্তিদায়িনী, নারিতে পদ্মিনী রসিকে ॥ মহা রাসেশ্বরী, রাসেশ্বর নারি, পরমেশ্বরী দাস্য দায়িকে। তব পদাম্বুজে, মন যেন মজে, ত্রাণ কর এই গোবিন্দকেলীকে ॥

৭। রম্য বৃন্দাবনে, ব্রজ বধূগণে, শ্রীকৃষ্ণেশ্বরী সনে, করিছে ক্রীড়ণ। যতেক যুবতী, বড় ভাগ্যবতা, কাম ভাবে ভজে ব্রজেন্দ্র নন্দনে ॥ হরিকে যে ভাবে, যেই জন ভজে, সেই জনে হরি সেই ভাবে ভজে, লিখিয়াছে শ্রীমৎভাগবত মাঝে, মহামুণি দৈপায়নে। গোবিন্দকেলীর এই নিবেদন, শুন সূক্ষ্মদর্শী বৈষ্ণব সুজন, হৃদয় মাঝারে আছে ঐ কৃষ্ণধন, নয়ন মুদে রূপ কর দরশন ॥

৮। হৃদি পদ্মপরি বঙ্কুবিহারী নীল মেঘ যিনি সুন্দর শোভিছে। ঐরূপ হেরি, গোপের কুমারি, আত্ম সমর্পণ করিছে ॥ বাজাইছে হরি, বাঁশের বাঁশরী, পঞ্চমেতে তান উঠিছে, কামেতে মগন হয়ে গোপীগণ, হরিকে বেষ্টন করিছে। তুলসী চন্দন হরি পদে দিয়ে, গো পহরিপদ পূজিছে, গোবিন্দকেলী নয়ন মুদিয়ে হৃদিপদ্মে ঐরূপ ঝরিছে ॥

৯। জপ জপ মন হরিনাম। হরি স্বয়ং ভগবান, দিয়ে ভক্তিজ্ঞান, আমায় করিবেন ত্রাণ ॥ হরি নামের গুণ, মন বলি শুন, ভব বন্ধন নাশে ঐ নাম, জপ অবিশ্রাম। হরে কৃষ্ণ রাম, সিদ্ধ হবে মনস্কাম।

গোবিন্দকেলীর এই মনস্কাম, মৃত্যুকালে যেন বলি হরি নাম, স্বজ্ঞানেতে মরি, বলি হরি হরি চলি যাব পরম ধাম ॥

১০। শুনগো ভারতী মাতা, মম এই নিবেদন। জননী করগো এই পুত্রে কৃপা বিতরণ ॥ তুমি বাণী বিনাপাণি, বৈকুণ্ঠেশ্বর গৃহিণী, ধেয়ায় তোমায় যোগী মুনি, জ্ঞান লাভেরী কারণ। গোবিন্দকেলী বলে, এই পুত্রেরে লয়ে কোলে, মাতৃভাষা শিক্ষাও আর লেখাও হরি সংকীর্ত্তন ॥

১১। ক্ষিরোদ সমুদ্র কন্যা মা ব্রহ্ম-রূপিণী। সম্পদ দায়িনী দুঃখ হারিণী, পরে তব কৃপাহর, সে কোটী হস্তিশ্বর হয়, সম্পদে সে মত্ত রয় দিবস আর জামিনী ॥ গোবিন্দকেলী বলে, সম্পদ চায় না মা তোর ছেলে, অন্তকালে স্মরি যেন নারায়ণ নারয়ণী ॥

১২। বিষ্ণুপাদুদ্ভভা গঙ্গে মা গতীদায়িনী। ত্রিতাপ বারিণী জহ্নু নন্দিনী ॥ পাতালেতে ভোগবতী, মর্ত্তে তুমি ভাগীরথী, স্বর্গে মোন্দাকিনী তুমি শিব সিমন্তিনী ॥ গোবিন্দকেলী কয়, অন্তে যেন দয়া হয়, তবে জলে ভাসে কায়, খায় গৃধিনী শকুনী।

১৩। মম মাতা বেদ মাতা সাবিত্রী গতিদায়িনী। গায়ত্রী স্বরূপা তুমি, ওমা ব্রহ্মার ঘরণী ॥ তুমি জল তুমি স্থল, অন্তরীক্ষে ভূতে সকল, তুমি ব্রহ্মশক্তি মহাবল, তুমি সিদ্ধি প্রদায়িনী ॥ গোবিন্দকেলী বলে জন্মেছি মা দ্বিজকুলে দ্বিজেরী পরমারাধ্যা তুমি ব্রহ্ম-রূপিণী ॥

১৪। মা শিবে কবে হবে দেহ অবসান। কবে লভিব শিবের প্রিয় মহা-শ্মশান ॥ মহা শ্মশানের নাম কালী, আনন্দ কানন ধাম, সেই বারাণসী ক্ষেত্রে কবে তেজিব পরাণ। গোবিন্দকেলী বলে ও বিমুক্ত ক্ষেত্রস্থলে কবে শিব কর্ণমূলে বলিবে তারক নাম ॥

১৫। আহ্লাদিনী শক্তি রাধা পরম প্রকৃতি। কৃষ্ণ রাম অর্দ্ধ আধা তাইতে রাধা খ্যাতি ॥ চেতনে রাধা রাধা স্মরে, চলে যায় সে ভব পারে,

আর আসে না এ সংসারে, গোলকে করে বসতী। গোবিন্দকেলী বলে মরি যেন রাধা বলে, মৃত্যু কালে হৃদকমলে যুগলরূপে করো স্থিতি॥

১৬। হরি দয়া করো হে আমায়। গর্ভ যাতনা না সয়॥ জননী জঠরে, ঘোর অন্ধকারে, অন্ধবৎ হয়ে থাকিতে যে হয়॥ প্রসব হলে পরে, ভূমণ্ডল পরে শৈশবেতে জীবের বড় কষ্ট হয়॥ যৌবন সময় রস রঙ্গে যায়, পাপাচারে মন ধাবমান হয়, বৃদ্ধ হলে পরে জরা এসে ধরে বুদ্ধি ভ্রংশ করে বড়ই দুঃসময়। গোবিন্দকেলীর প্রার্থনা হরে, ভক্ত বলে দয়া কর এবার মোরে, ঠেলিওনা পায় রাখ মোরে পায়, যেন এ সংসারে আর আসিতে না হয়।

১৭। কাতরে স্মরী হে ঈশান॥ হে ঈশ, যোগেশ, মহেশ, কর ত্রাণ॥ ধুর্জ্জটী, ধুর্জ্জট, পাপসার, সংহারী ইন্দ্রিয়, রিপুসংহার, শঙ্কর কুপ্রবৃত্তি রোগ শঙ্কর, সংহার দিয়ে জ্ঞানৌষধি দান॥ গোবিন্দকেলী বলে, আমার কাল প্রাপ্তের কালে, যেন শিবরাম বলে. বার হয় এ পরাণ॥

১৮। কে করিবে পার মোরে দয়াময় হরি বিনে। বল হরে ভক্তি ভরে. মন তুমি সযতনে॥ হরি দিয়ে চরণ তরি, পার কররে ত্বরা করি, শক্তকরি ধর তরি কি করিবে পাল তুফানে। গোবিন্দকেলী বলে, ডাক সদা হরি বলে, তবে ছোবে না আর কালে যাব হরি সন্নিধানে॥

১৯। শচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণ ত্রিলোক স্বামী। পরম পুরুষ সর্ব্বশক্তিমান হও হে তুমি॥ তব ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়, ইচ্ছায় আবার করো লয়, নামটী তব ইচ্ছাময়, জীবের তুমি অন্তর্জামী। গোবিন্দকেলী বলে. মানস ভক্তি-কমলে, তব শ্রীপদ কমলে, হৃদ কমলে যুক্ত আমি॥

২০। হরি তোমারে আমি পুসিব। এই হৃদয় পিঞ্জরে, তোমায় বদ্ধ করে, সদা সমাদরে সেবিব॥ বল হরে কৃষ্ণ হরে, রাধা কৃষ্ণ হরে, ত্রিকালে এই নাম পড়াব, বল হরে রাম রাম, ওহে আত্মারাম,

আত্মারাম বলে ডাকিব। গোবিন্দকেলী বলে হরি যবে এই হৃদয়-পিঞ্জরে, তুমি নাচিবে তখন চরণ নুপুর বলিবে মধুর, প্রেমানন্দে তখন ভাসিব॥

২১। হরি কবে হে দয়া হইবে। দিয়ে শ্রীচরণ, এ ভব-বন্ধন, কবে নিবারণ করিবে॥ এই হৃদিপদ্মপরি, ত্রিভঙ্গিম হয়ে কবে তুমি বল দাড়াবে, বামে দাড়াবে কিশোর, যেমন বিজলী হরি নবঘনে শোভা করিবে। ঐরূপ হেরি গোবিন্দকেলী প্রেমানন্দে কবে ভাসিবে, গাইবে নাচিবে, হাসিবে কান্দিবে, হরি হরি বলে কবে খেলিবে॥

২২। হরি তোমারে কি বর্ণিব। নাই উপমারী স্থান, তুমি স্বয়ং ভগবান্ কর ত্রাণ কেশব॥ এই হৃদিপদ্মপরি, দাড়াও হে মুরারী, মানস এই তোমায় পুজিব, তব রূপ হেরি জন্ম সফল করি, মাতৃগর্ভে আর না আসিব, গোবিন্দকেলী বলে শুন হরে, লও এবার আমায় পরম ধামে, তথা তব দাস হবো, চরণ সেবিব, আনন্দেতে যুগলরূপ হেরিব॥

২৩। কৃষ্ণস্তঃ ভগবান স্বয়ং বলে ভাগবতে। শরিরী শ্যাম সুন্দর তোমায় বলে নিরদ পঞ্চরাত্রে। পরমাত্মা হও তুমি যোগ শাস্ত্রে এই জানি, ধেয়ায় তোমায় যোগী মুনি হৃদি মধ্যেতে॥ উপনিষধ বেদান্তে জানি, ব্রহ্ম তুমি ত্রিলোক স্বামী, একমেবা দ্বিতীয়ং তোমায় বলে বেদেতে। সংহিতা পুরাণে শুনি, সর্ব্বব্যাপি বিষ্ণু তুমি, বহু পুরুষ তোমায় বলে শাংখ্যেতে॥ গোবিন্দকেলী বলে গুরুর উপদেশ বলে, ভক্তি বলে যাব তব পরম পদেতে॥

২৪। অমূল্য রতন, হরির চরণ, স্মরণ, কর মন আমার। শ্রবণ কীর্ত্তন, হরি গুণগান, ও পদ সেবন পূজা কর সার॥ ত্রিতাপ নাশন কালভয় ভঞ্জন, ভগবান হরি, প্রভু যে আমার। ঐ হরির চরণ, কর সদা ধ্যান, সংসার বন্ধন ঘুচিবে তোমার॥ আসিবেনা আর যবে

হবে পার, হরিণাম মন বল বার বার। এ গোবিন্দকেলী বুঝেছে একবার, হরি ভিন্ন গতি নাহিক আমার ॥

২৫। কবে আমার সেদিন হবে। যেদিন দয়াময় হরি দয়া করিবে ॥ ত্যাগিয়ে বিষয়, হয়ে নিরাশ্রয়, হরির পদাশ্রয় এমন করিবে, বলি হরি হরি শ্রীরাধে কিশোরী গোবিন্দকেলীর পাপ রাশি রাশি, হরি বলে কবে হবে ভস্মরাশি, ব্রজের ব্রজগোপী আনন্দেতে হাসি, খেপা বলে কবে ধুলা দিবে ॥

২৬। হরি দয়া কর হে আমারে। তুমি ত্যাগিওনা মোরে ঘৃণা করি ॥ তুমি দয়াময় দয়ারী আধার, ভক্ত বলে দয়া কর হে এবার, ত্রিতাপ ঘুচাও কর মোরে পার, কর্ণধার হরি ডাকি হে তোমারে ॥ গোবিন্দকেলী বলে হরি পদে, স্থান দাও মোরে পড়েছি বিপদে, তব বিষ্ণু পরম পদে মোরে রাখ, যেন আসিতে না হয় এ সংসারে ॥

২৭। রসনা মম এই বাসনা। হরিনাম কীর্ত্তন, করি অনুক্ষণ পুরাও এই কামনা ॥ হরি হরি বলি, দিয়ে করতালি, গাই নাচি মম এই প্রার্থনা ॥ রাধাকৃষ্ণ হরে, হরে কৃষ্ণ হরে, বলিয়ে নাম করি যে জল্পনা ॥ গোবিন্দকেলীর এই বাসনা, রসনা তুমি কভু ভুলনা ॥ অচ্চুতেরি গুণ, কর উচ্চারণ, ঐ গুণ ভিন্ন অন্য ভুলনা ॥

২৮। ওহে দীনবন্ধু, ভবসিন্ধু পার কর আমারে। আছি কুলে বসিয়ে হরি তব চরণ তরি ধরে ॥ হেরি ভবার্ণবেরী তরঙ্গ, ভয়ে কাঁপিতেছে অঙ্গ, আমার কর ভয় ভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ ভবার্ণবে পার করিতে। গোবিন্দকেলী কয় দয়া কর দয়াময়, হরি কর্ণধার বিনে বল কে আমায় পার করে ॥

২৯। মন হরি ভিন্ন কে মোরে ভবে পার করে। বিষয়ে হয়ে মত্ত সদা বেড়াই ঘুরে ফিরে ॥ মন করি সদা হরি নাম, গাও নাচ অবিশ্রাম

বিষয়েরী কিবা কাম, গেলে পরম ধাম পরে ॥ গোবিন্দকেলী বলে, অন্তরীক্ষ জলে স্থলে, সর্ব্বময় হরি হেরিলে, চলি যাব ভব পারে ॥

২৬। হরি নিবেদি তোমারে, দয়া কর হরে, তব পরম ধামে দাও মোরে স্থান। ঐ ধামেতে থাকিব, আর না আসিব, আনন্দে করিব তব গুণগান ॥ পাপ পুণ্য জন্য পদার্থেতে পূর্ণ স্বর্গ নরক অর্জ্জনের এই স্থান, না চাই পাপ পুণ্য না চাই মুক্তি অন্য, দাস হয়ে সেবিব তোমায় ভগবান্। ঐ নিত্যধামে থাকি, হব নিত্য সুখি, ত্রিতাপ একেবারে হবে সমাধান উৎপত্তি বিপত্তি বিহীন হইব, গোবিন্দকেলিরে প্রভু কর ত্রাণ।

২৭। হরি বল ওরে মন, কেন ডুবিয়ে রলি মায়ায়। মায়ার কুহকে পড়ি কেন পরমায়ু যায় ॥ মায়ার বন্ধন এই কায়া, কেবা পুত্র কেবা যায়া। ত্যাগিলে যে বিষ্ণু মায়া জীব জীবন মুক্ত হয়। প্রহ্লাদ সংহীতায় বলে, হরি দুই অক্ষর যে বলে, সত্য সত্য সত্যতার সংসার বন্ধন ছিন্ন হয়। গোবিন্দকেলী বলে, এবার হরি হরি বলে, পরম পদে যাব চলে। মন তোরে বলি নিশ্চয়।

২৮। হরি তোমারে আর কি কব। কৃপা কর হে মাধব ॥ তব ভক্তগণ আত্ম নিবেদন করি পরম পদে, করিছে গমন। মম নিবেদন শুন নারায়ণ আমি ঐ পরম পদেতে থাকিব। ব্রহ্মপদ স্মরি, জ্যোতির্ম্ময় পদ ব্যাসদেব বলে সেই কি বিষ্ণুপদ, ঐ পদেতে থাকিলে ঘুচিবে বিপদ, জন্ম মৃত্যু বিপদ এড়াইব। গোবিন্দকেলি বলে তব পদ, হৃদি পদ্মে সদা ধেয়াইব, বলি হরি হরি, তাহে পরিহরি পরম পদপরি চলি যাও।

২৯। নীল বরণ নিন্দি নবঘন রূপ সুঠাম বঙ্কু বিহারী। কালী হয়েছিল ব্রজবধুগণ ও তার বঙ্কিম নয়ন হেরি ॥ তিনি পরাৎপর তিনি চরাচর ভুচর খেচর আদি করি, তারে যোগীগণ করে দরশন, আপন

হৃদয়ে স্থাপন করি। সাজি নানা সাজে, বৃন্দাবন মাঝে, তিনি বাজাইতে বাঁশরী। গোবিন্দকেলি নিজ হৃদি মাঝে ঐরূপ হেরে দিবস সর্ব্বরী ॥

৩০। নীল নলিন সম বরণ, ভব ভয় ভঞ্জন কারি। দেহি চরণ সরোজে স্থান জগৎ বৎসল হরি ॥ ঐ চরণেরি গুণ, জানে ত্রিলোচন, দেব দেব ত্রিপুরারি। ত্রিতাপবার ত্রিলোকেশ্বর, হরি গোলকবিহারী ॥ গোবিন্দকেলী বলে ভগবান, কর ত্রাণ মোরে হরি, মলে আর জনম না লভি কথন, এই নিবেদন করি।

৩১। সংসার বন্ধন, কর নিবারণ দৈবকী নন্দন, জনার্দ্দন। ভব ভয়ে ভীত, হইয়ে অশ্রুত, চরণে করিনু আত্ম নিবেদন ॥ দয়া করি হরে, দাস বলি মোরে, পরম পদে কর হে স্থাপন। শুন হে শ্রীপতি হয়ে ভীত অতি, চরণে লইনু স্মরণ ॥ শরণাগত পালক পিত হরি. যাতায়াত কর হে বারণ, গোবিন্দকেলী বলে তোমায় বলি, হরি কর সর্ব্বপাপ বিমোচন।

৩২। দিন গেল, হরি বল, মন বলি হে তোমায়। মৃত্যুকালে হরি বলো, যাবে হে যোমেরা ভয় ॥ কর হরি গুণ গান, কর হরি নাম শ্রবণ, হরি নাম অমূল্য ধনে কর তার তুমি সঞ্চয় ॥ গোবিন্দকেলী বলে, হরিনাম কীর্ত্তনের বলে, দেহ ত্যাগি অবহেলে জীব পরম পদে যায় ॥

৩৩। আমার এই প্রার্থনা শুন হরি। তব চরণ শরজে মধু কর হয়ে, নিত্য মধু পান করি। তুমি অজর অমর বিভু পরাৎপর সৃষ্টিস্থিতি লয়কারি হরি ॥ তব নাম কীর্ত্তন অমূল্য রতন অন্তে যেন লাভ করি ॥ গোবিন্দকেলীর প্রার্থনা, পূর্ণ কর ওহে পূর্ণ ব্রহ্মহরি, ওহে আমি তব ভক্ত, কর আমায় মুক্ত, হরি দয়াময় দয়া করি ॥

৩৪। হরি এই শুন মম প্রার্থনা। হৃদিপদ্মে দাও যুগল চরণ, আমি মন দিয়ে করি অর্চ্চনা ॥ অন্তরে বাহিরে সদা তোমায় হেরি,

পরম পরি হরি। বলি হরি হরি বৃত্তি আর ধন করি হে বর্জ্জন, এবারে মলে পুনঃ আর আসি না॥ তুমি অদৃশ্য অগ্রাহ্য যেহে করে কার্য্য, জেনি তব কার্য্য বলে সবাই আর্য্য, হরি তুমি পরাৎপর পরম ঈশ্বর, এই গোবিন্দকেলীরে, করোনা বঞ্চনা॥

৩৫। হরি এই মম নিবেদন। মৃত্যুকালে যেন তব শ্রীচরণ, হরিণয়ে পাই দরশন॥ তুমি জগৎ আধার হও হে শ্রীকান্ত, নাহি জানি তব আদি, মধ্য, অন্ত, বেদেরী সিদ্ধান্ত, হরি তুমি হে অনন্ত, অব্যক্ত অচিন্ত বিভু কর ত্রাণ॥ যাতায়াত আর চাহে না যায় যায়, ভবার্ণবে এবার কুর হরি পার, দিয়ে চরণতরি পার কর হরি, গোবিন্দকেলীর আরাধ্য ধন॥

৩৬। হরি বৃথা যায় মম দিন। না করিয়ে তব চরণ স্মরণ আর ভজন ধ্যান॥ তুমি পরাৎপর পরম ঈশ্বর পরমাত্মা পরম ব্রহ্ম-সনাতন, তব গুণ অপার বর্ণে সাধ্য কার, মোরে কর পার, বিভু সোনাতন, গোবিন্দকেলীর প্রার্থনা, হরে দাস বলে, এবার দয়া কর মোরে, লয়ে যাও তব পরম ধাম পরে, ঘুচাও এ ভব বন্ধন॥

PRINTED BY A. T. Ganguli,
EAGLE PRESS
80, Mirzapur Street, Calcutta.

বিজ্ঞাপন।

আমার বিনানুমতিতে এই পুস্তকের কেহ কোন অংশ ছাপাইতে পারিবেন না। ইতি—

ঈশ্বর কৃষ্ণকেলী শর্ম্মা মুন্সীর ও ঈশ্বরী রামমণি দেব্যার পুত্র শ্রীগোবিন্দ কেলী শর্ম্মা মুন্সীর অথবা তদীয় কন্যা শ্রীমতী নলিনী সুন্দরী দেব্যার নিকট, পোঃ নলডাঙ্গা, জিলা রংপুর, এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে বিয়ারিং ডাকে পুস্তক পাওয়া যাইবে। এই পুস্তকের মূল্য লওয়া হইবে না। যাহার আবশ্যক হয়, পত্র লিখিবেন। বিয়ারিং ডাকে না হইলে পাঠানে গোল হয়। ঠিকানা [illegible] করিয়া লিখিবেন।